২য় ও ৩য় খণ্ড

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যারা (শরীয়ী) আদেশদানকারী। (সূরা নিসা-৫৯)

فتاوی ربعة ফতোয়ায়ে রাব্বিয়া

٣

٢

هداية وكفريات

হিদায়াত ও কুফরিয়াত

রচনায়

মোহাম্মাদ

মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী

সুন্নী আল কাদেরী

পরিচালক

আল্ জামিয়াতুল আরাবিয়া মানজারুল ইসলাম

রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

ও

রেজভীয়া উলামা পরিষদ, বাংলাদেশ

২য় ও ৩য় খন্ড

ফতোয়ায়ে রাবিয়া

فتاوئ رابعة

٣

٢

هداية وكفريات

হিদায়াত ও কুফরিয়্যাত

রচনায়
মোহাম্মাদ
মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী
ছুন্নী আল্‌ ক্বাদেরী

পরিচালক
আল্‌ জামিয়াতুল আরাবিয়া মান্‌জারুল ইসলাম
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা
ও
রেজভীয়া উলামা পরিষদ, বাংলাদেশ

[লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশ কাল ঃ

২৭শে রমজানুল মোবারক, ১৪২৮ হিজরী
২৫শে আশ্বিন, ১৪১৪ বাংলা
১০ই অক্টোবর, ২০০৭ ইংরেজী
রোজ বুধবার

কম্পিউটার কম্পোজ
বর্ণবিন্যাস এন্ড ডিজাইন ঃ

মোঃ রবিউল ইসলাম রেজভী ও মাওলানা আলী হায়দার (পাখী) রেজভী
আল্ মানজার কম্পিউটারস্, রেজভীয়া দরবার শরীফ, নেত্রকোণা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

- **রেজভীয়া গ্রন্থ বিতান,** রেজভীয়া দরবার শরীফ, নেত্রকোণা।
  মোবাঃ ০১৭১১-১১ ০৬ ১৪, ০১৭১৭- ৭৩ ৮৭ ১২
- **খানকায়ে রেজভীয়া,** ঘোড়ামাড়া, কুমিল্লা সদর।
  মোবাঃ ০১৭১১-৩৭ ৫৭ ৮০, ০১৭১২- ৫৮ ২৩ ৫৪
- **পুস্তক ঘর,** পুলিশ লাইন, কুমিল্লা সদর।
- **রেজভীয়া সুন্নীয়া পাঠাগার,** তা'লীমুস্ সুন্নাহ কার্যালয়
  ছায়কট, রেজভীয়া নগর, চান্দিনা, কুমিল্লা। মোবাঃ ০১৭১৯- ৫২ ৩১ ২৫
- **মেসার্স মুক্তধারা লাইব্রেরী,** চান্দিনা, কুমিল্লা। মোবাঃ ০১৭১২- ৭৯ ৬৭ ১৪
- **আর রেজা লাইব্রেরী এন্ড রেকর্ডিং সেন্টার,** পানাউল্লা বাজার
  বিশ্বনাথ, সিলেট। মোবাঃ ০১৭১৫- ৫৪ ৩৯ ৭২
- **মোহাম্মদী কুতুব খানা ও রেজভী কুতুব খানা,** আন্দর কিল্লা
  শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), চট্টগ্রাম।
  মোবাঃ যথাক্রমে- ০১৮১৯- ৬২ ১৫ ১৪, ০১৮১৯-৭৫ ১৪ ৮৭
- **রেদওয়ানীয়া লাইব্রেরী,** ৩৮/২-গ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
- **গাউছিয়া লাইব্রেরী, মাদ্‌রাসা রোড,** জয়েন কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- **তা'লীমুস্ সুন্নাহ,** বাইড়া, মুরাদ নগর শাখা-০১৭২০-৯৭ ৪০ ০৫

শুভেচ্ছা বিনিময়ঃ- ৫০.০০ টাকা মাত্র।

ফরিয়াদ

আল্লাহ পাক এ কিতাবের উছিলায়
আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিনী তাপসী 'মা'
হযরত রাবিয়া আখ্‌তার রেজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা
* দয়াল নবীজির সকল **ঈমানদার উম্মতগণ ও**
* পরিচয়ের অযোগ্য এ অধম অসহায় **লেখককে** কবুল করুন। আমিন।

লেখকের ক'টি কথা

মহান রাব্বুল আলামীন হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। বর্তমানে এ যুগ হল বেলায়েতের যুগ। এ যুগে ওয়ারিছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের খাঁটি উত্তরসূরী হিসেবে আলেম ও পীর-মাশায়েখগণই হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবেন। আর এটাই আল্লাহ পাকের হুকুম যথাঃ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا অর্থাৎ তোমারা সত্য কথা বল।

আমি আল্লাহ পাকের অযোগ্য বান্দা হিসেবে শুধু আল্লাহ ও তাঁর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহর হুকুম পালন করণার্থে কাওলুছ ছাদীদ বা সত্যবাণী প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ দয়াল রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

لَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করোনা এবং জেনে শুনে হক্ব কথা গোপন করো না। (সূরা বাকারা, আয়াত ৪২)

অতি অনুতাপের সাথে বলছি যে, ইতিপূর্বে আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আউলিয়া কেরাম, হক্ব কথা প্রকাশ করতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষসহ বিভিন্নভাবে শহীদ হয়েছেন।

বর্তমান যুগে সুন্নী জনতা ও সুন্নী আলেমগণের উপর, অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ওহাবী ও ইয়াজিদী যুগের নির্মম অত্যাচার, হত্যা ও নির্যাতনের চেয়েও কোন অংশে কম নয়। শীতল পরিকল্পনা ও সূক্ষ্মতার আলোকে পরোক্ষ অত্যাচার বলেই সর্ব-সাধারণের চোখে ধরা পড়ছে না। সে দিন আর বেশী দূরে নয়, যে দিন ইয়াজিদ বাহিনীর ন্যায়, নামধারী মুসলমান নজদী, ওহাবী ও মওদুদী বংশধরদের দ্বারা সাধারণ সুন্নী মুসলমান ও সুন্নী আলেমগণের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্মম হত্যা কান্ডের ঝড় উঠবে আর মিথ্যা মামলায় সর্বহারা হবে। সে জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সত্য পথ ও মত হতে সরে যাওয়া এবং হক্ব কথা লিখা ও বলা বন্ধ করে দেয়া ঈমানদারের কর্ম নয়।

اَلْاِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ এ চিরন্তন বাণীর মর্মেই বলছি যে, মানুষেরই ভুল হয়। যদি কোন স্ব হৃদয় ব্যক্তির নজরে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ভেসে উঠে, দয়া করে আমাকে উপযুক্ত দলিলসহকারে জানালে-পরবর্তী সংস্করণে সন্তুষ্ট চিত্তে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

কাজেই দয়াল মাওলার নিকট ফরিয়াদ, আমাদের সকলকে সর্বপ্রকার ঈমানী পরীক্ষায়, ঈমানের উপর বহাল রেখে, ঈমানের সাথে বিদায় হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১) যে কারণে ০৭

২) সুন্নী পরিচিতি ০৯

৩) ছুন্নী আক্বিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস.....১৭

৪) বাতিল পরিচিতি.....১৯

৫) দলিলাদির ভিত্তিতে বাতিলদের কর্মসূচী.....২৪

৬) পাক ভারতে ওহাবী ফেৎনা.....২৭

৭) ওহাবী ফেৎনার ভারতীয় এন.জি.ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসা ২৮

৮) ইসমাঈল দেহলভীর খাস অনুসারী ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রধান নেতা .২৮

৯) রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফতোয়া ২৮

১০) দেওবন্দীরাও ওহাবী ২৯

১১) সোনার বাংলায় দেওবন্দী ফেৎনা ২৯

১২) বাতিলদের বিভিন্ন দল ও তাদের আক্বীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস ৩০

১৩) ঈমান রক্ষায় কুফুরীর পরিচিতি ৫৫

১৪) তা'লিমুস্ সুন্নাত পরিচিতি ও মতাদর্শ ৭১

১৫) মানুষ আর বিবেক! ৭৩

১৬) বাহাছনীতি.....৭৬

১৭) গ্রন্থ পুঞ্জি ৭৯

যে কারণে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ'' صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ

মুমিন কেবলমাত্র নিজেই সৎভাবে চলেনা, ভাল মানুষ হয়না অর্থাৎ ধর্মীয় সভ্যতা ও আচার অনুষ্ঠানগুলো নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনা, বরং সমাজের অন্যদেরকে ও সৎপথে আনতে চায়। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান, মুমিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরা হলে উত্তম জাতি, গোটা মানবতার জন্য তোমাদের আগমন, (তাই) সৎকাজের আদেশ দাও, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (আলে-ইমরান, আয়াত-১১০)

মুমিন জীবনের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হল সকল ভ্রান্তি হতে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের পথে সোপর্দ করে দেয়া এবং সমাজে কল্যাণের প্রচলন ও মন্দের দূরীকরণ করা ।

আজকের এ সময়ে হক পন্থির ছদ্মবেশে বা সুন্নী নাম ধারণ করে বিভিন্ন অপকৌশলে ধর্মের দোহাই দিয়ে নতুন নতুন সাজানো মিথ্যা বক্তব্যকে হাদীসের নাম দিয়ে সরল, ভদ্র, পরহেজগার ও মাছুম ফেরেশতার অভিনয় করে নবী যুগের মুসলমানী পোষাকধারী,

আমলকারী, মুখে মুখে কালিমা পাঠকারী মুনাফিকদের ন্যায় বর্তমান যুগে ইয়াজিদী, নজদী, ওহাবী, মওদুদী ও ইলিয়াসী মুসলমান বানানোর লক্ষ্যে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বাতিল পন্থীরা। আসলে কি এরাই হকপন্থী বা খাঁটি আহলুছ্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, না অন্যরা? এ বিষয়টি কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানা একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে আমরা অজানা অজ্ঞতা বশতঃ এমন কিছু কথা বলে ফেলি যা সম্পূর্ন কুফুরী মূলক এবং এ কুফুরী কথার দ্বারা আমাদের ঈমান-আক্বীদার উপর কুঠারাঘাত আসে, ফলে আমরা কাফেরে পরিণত হই। অথচ আমরা জানি না এ ধরণের কথা ঈমান ও আক্বিদার জন্যে বিষাক্ত সর্প। তাই কুফুরী মূলক বাক্যগুলো আমাদের জানা একান্ত আবশ্যক। ঈমান আনা যত সহজ সে ঈমান বজায় রাখা বড়ই কঠিন। যদি ঘটনাক্রমে কারো থেকে কুফুরীমূলক বাক্য বা কর্ম প্রকাশ পায়, তবে ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে এবং জীবনের সমস্ত নেক কর্মগুলোও অসাড় ও অহেতুক হয়ে যাবে এবং আপন বিবিও ত্বালাকে বায়িন হয়ে যাবে। তাই হক, বাতিল ও কুফুর এ তিনটি বিষয়ের উপর আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা ঈমানী দায়িত্ব।

তাই ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে হক্ব, বাতিল ও কুফুর এ তিন বিষয় সম্পর্কীয় লেখকের দু'কলম লেখনী ।

সুন্নী পরিচিতি

দয়াল রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এটা আমার সোজা রাস্তা, সুতরাং তোমরা এ রাস্তার অনুসরণ কর বা চল, এতদভিন্ন অন্যান্য রাস্তায় যেয়ো না। কেননা (অন্যান্য রাস্তা) তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা হতে সরিয়ে দিবে। এটা তোমাদের প্রতি (আল্লাহর পথে বহাল থাকার) ওছিয়ত, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পার। (সূরা-আনআম, আয়াত-১৫৪)

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ "এটা আমার সোজা রাস্তা, তোমরা এ সোজা পথে চল" বলে তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর পথ ও মতে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মূলতঃ হুজুর পাকের রাস্তাই আল্লাহ পাকের রাস্তা। সে সাথে বাতিল পথ ও মত থেকে বিরত থাকার ওছিয়ত করতঃ বাতিলদের থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে বাতিলদের সঙ্গ নেওয়ার কুফল বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সুবুল (سبل) বহুবচন শব্দটি দ্বারা ইয়াহুদীয়াত, নাসরানীয়াত এবং মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট বাতিল দলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কারণ অদ্যাবধি মুসলমানদের মধ্যে বাতিল ফিরকা সমূহের পিছনে ইয়াহুদী নাছারাদের কালো হাত রয়েছে। ইসলামের প্রথম দিকে যাদের দ্বারা দলাদলির সূচনা হয়েছিল, তাদের অন্যতম হল ইবনে সাবা। সে মূলতঃ ইহুদী ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যার প্রমাণ ইতিহাস বহন করছে। সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে এ যুগেও তাই দেখা যায়।

উক্ত আয়াতে ক্বারীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে আহ্‌মাদীর ২৬৭ও ২৬৮ পৃষ্টায় বর্ণিত আছে যে,

وَ هٰكَذَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثَةٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَّاحِدَةٌ مِّنْهَا نَاجِيَةٌ وَّالْبَوَاقِىْ هَالِكَةٌ.....وَلٰكِنَّ بِالتَّحْقِيْقِ وَ الصِّدْقِ مَنْ كَانَ عَلٰى طَرِيْقِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ–

অর্থাৎ-অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ হাদীছ শরীফের দ্বারা জানা যায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন যে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে তিয়াত্তরটি ফেরকা হবে তন্মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা নাজাত প্রাপ্ত বা বেহেস্তী এবং বাকী সাকুল্য ফেরকা ধ্বংস প্রাপ্ত দোযখী।..... কিন্তু তাহক্বীক ভিত্তিক সিদ্ধান্ত এ যে, নাজাত প্রাপ্ত পথই হল আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত।

*অনুরূপ তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত যে,

هِىَ اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ- বেহেস্তী দল হল আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত।

* তিরমীজি ও মেশকাত শরীফের হাদীসে বর্ণিত যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَّ تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِىْ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ- নিশ্চয় বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, শুধু একটি দল ব্যতীত বাকী সকল দলই জাহান্নামী হবে। এতদ শ্রবণে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) সে নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি? আল্লাহর রাছুল উত্তর দিলেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আক্বীদার উপর রয়েছি।

(মেশকাত, তিরমিজী, আহমাদ, আবু দাউদ শরীফ)

মেশকাত শরীফের শরাহ্ মেরকাতে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হুজুর পাক ও ছাহাবা কেরামগণের আক্বীদার উপর যে দলটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত যে, اَىْ تِلْكَ الْمِلَّةُ الَّتِىْ اَهْلُهَا النَّاجِيَةُ

অর্থাৎ- ঐ দলটি হল যারা (জাহান্নামের আগুন থেকে) নাজাত প্রাপ্ত।

অনুরূপ মেশকাতুল মাছাবীহ শরীফের শরাহ্ মেরাতুল মানাজীহ এর মধ্যে উপরোক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় রয়েছে যে,

میں اور میرے اصحابہ ایمان کی کسوٹی پر ہیں جس کا ایمان ان کا ساہو وہ مؤمن ما سوائے بے دین

অর্থাৎ- আমি এবং আমার ছাহাবাগণের আক্বীদা বা ঈমানের উপর যাদের ঈমান বা আক্বীদা হবে তারাই ঈমানদার, এতদভিন্ন বাকী সব বেদ্বীন।

আক্বীদা শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব শরহে 'আক্বাইদুন্নাছাফী কিতাবের ৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে,

مَا وَرَدَ بِهِ السُّنَّةُ وَ مَضٰى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فَسَمُّوْا اَهْلَ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ- যা সুন্নাত দ্বারা সাবেত এবং যার উপর সাহাবায়ে কেরাম প্রতিষ্ঠিত তারই নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

উক্ত ইবারতে প্রমাণিত হল যে, ঈমানদারের জামাআতের দ্বারা, আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মুহাক্কীকগণের তাহ্কীক মর্মে প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এবং ঈমানদার সাহাবাগণের ঈমান বা আক্বীদার উপর যারা থাকবে তারাই আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত যে,

ثِنْتَانِ وَّ سَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَ هِىَ الْجَمَاعَةُ

অর্থাৎ-৭২টি দল জাহান্নামী এবং ১টি দল হবে জান্নাতী। আর এ একটি দলই জামাআত তথা আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

মিশকাত শরীফের শরাহ মিরকাত নামক কিতাবের ২০৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন-

فَلَا شَكَّ وَ لَا رَيْبَ اَنَّهُمْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হল বেহেস্তী জামাআত।

আনোয়ারুল হাদীছ নামক কিতাবে হযরত শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে কালামের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাওয়াকিফের বরাত দিয়ে বলেন যে-

"বেহেস্তী বা নাজাত প্রাপ্ত দল হল আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাত" যদি আপত্তি করা হয় যে, কিভাবে বুঝা যাবে যে, নাজাত প্রাপ্ত বা বেহেস্তী দলই আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং এটাই সোজা রাস্তা ও আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার রাস্তা এবং বাকী সব দোযখীদের রাস্তা? অথচ (এমতাবস্থায়) প্রত্যেক দলই দাবী করে যে, তার রাস্তা সঠিক এবং তার মাযহাব হক্ব বা সত্য।

এর জওয়াব হল, আমাদের উপরোক্ত দাবী এরকম নয় যে, শুধু মাত্র দাবী করা দ্বারাই হয়ে যাবে বরং এর জন্য বিশুদ্ধ প্রমাণাদীও মওজুদ রয়েছে। আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র সত্য ও সঠিক পথ ও মত। এর বাস্তব প্রমাণ এ যে, এ ইসলাম ধর্ম স্বয়ং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হতে পর্যায়-ক্রমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইসলামের আক্বীদা সমূহ শুধু জ্ঞান দ্বারা অনুমান করে জানা, বুঝা সম্ভব নয় বরং বিশুদ্ধ ইতিহাস শাস্ত্রে বুঝা যায় এবং ছাহাবা কেরামগণের বাণী থেকেও জানা যায় এবং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর পবিত্র বাণী সমূহের পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিস্কার ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা যায় যে, ছালফে-ছালেহীন অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন, রেদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈন এবং তাঁদের পরে সকল বুজুর্গানে দ্বীন এ আক্বীদা এবং এ ত্বরীকার উপর অর্থাৎ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন পথ মত ও বিদআত এবং ব্যক্তি বা সাম্প্রদায়ীক স্বার্থে মনগড়া মতবাদ সহ প্রবৃত্তির চর্চা প্রথম যুগের পরে সৃষ্টি হয়েছে।

ছাহাবায়ে কেরাম এবং ছালফে মুতাকাদ্দেমীন তথা প্রথম যুগের তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও মুজতাহিদগণের কেহই পরবর্তী এ সমস্ত বাতিল পথ ও মত এর মধ্যে ছিলেন না। বরং তারা এ সমস্ত নতুন পথ ও মতের বিরুদ্ধে ছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে যাদের মধ্যে নতুন পথ-মতের আবিস্কার হল তাদের থেকে তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও মুজতাহিদীনে কেরাম সর্ব প্রকার সর্ম্পক বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লিখনীর মাধ্যমে তাদের নতুন পথ ও মতের তথা বাতিল আক্বীদা সমূহ খন্ডন করেন।

ছিয়াহ ছিত্তাহ তথা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস শাস্ত্র সহ অন্যান্য সকল বিশুদ্ধ হাদীস শাস্ত্র সমূহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদীসহ যে সমস্ত কিতাবাদী ইসলাম ও ইসলামের হুকুম আহকামের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত, ঐ সমস্ত হাদীস শাস্ত্রসমূহের মুহাদ্দিসগণ এবং হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী প্রত্যেক মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম এ ছাড়াও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম যাঁরা উপরোক্ত ফুকাহায়ে কেরামের তবকায় ছিলেন তাঁরা সকলেই আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

আশাঈরা ও মাতুরিদীয়া যাঁরা উছুলে কালাম اُصُوْلُ الْكَلَامِ তথা কালাম শাস্ত্রের আইম্মা বা জ্ঞানী-গুণীগণ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং সুন্নী জামাআতের গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আকলী দলিল সমূহের দ্বারাও সুন্নী জামাআতের বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

উপরন্তু যে সমস্ত আক্বীদার উপর হুজুর পাকের সুন্নাত ও ছালফে ছালেহীনের ইজমা রয়েছে ঐ সমস্ত আক্বীদা সমূহেরও পরিস্কার স্বীকৃতি প্রদান সহ গ্রহণ করে নিয়েছেন বলে আশাঈরা ও মাতুরিদীয়া গণকে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়। যদিও এ নাম নতুন কিন্তু তাঁদের মাযহাব ও আক্বীদা সমূহ পুরাতন। তাদের পথ ও মতের ভিত্তি ছিল হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর অনুসরণ এবং পূর্ববর্তী ছালফে ছালেহীনের বাণী ও কর্মের অনুসরণ।

মাশায়েখে কেরামের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ হতে জানা যায় যে, ছুফীগণের মধ্যে পূর্ববর্তী মুহাক্ক্বীক মাশায়েখ এবং বর্তমান যুগের

বিচক্ষণ মাশায়েখ যাঁরা ত্বরীকত জগতের উস্তাদ, আবেদ-জাহেদ রিয়াজতকারী, পরহেজগার, ফানাফিল্লাহ, মাওলার প্রতি ধ্যান মগ্ন এবং আপন নফসের তাবেদারী হতে মুক্ত তারা সকলেই আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী ছিলেন।

ছুফীয়ায়ে কেরামের অতি নির্ভরযোগ্য কিতাব হল تعرف (তায়াররুফ)। এ তায়াররুফ সম্পর্কে সায়্যেদেনা শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে,تعرف (তায়াররুফ) নামক কিতাব যদি আমরা না পেতাম, তাহলে تصوف (তাছাউফ) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ সম্ভব হত না। এ কিতাবের মধ্যে ছুফিয়ায়ে কেরাম যে সমস্ত আক্বীদার উপর ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন তা সম্পূর্ণই হুবহু আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা।

সর্বোপরি আমাদের উপরোক্ত বর্ণনার সত্যতা এ যে, হাদীছ, তাফসীর, কালাম, ফিকাহ, তাছাউফ ছিয়ার এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস সমূহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী সমূহ যা উদয় অস্তের সমগ্র জাহানে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কিতাব। ঐ কিতাব সমূহকে একত্রিত করে আন্তরিকভাবে দলিল সমূহ লক্ষ্য করুন এবং বাতিল ফেরকার পুস্তক সমূহকেও একত্রিত করে উভয় পক্ষের বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেই আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও বাতিল ফেরকার প্রকৃত হাক্বীকত প্রকাশ হয়ে যাবে।

হাদীছ, তাফসীর, ও ফিকাহ্ জগতের প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ আল্লামা সৈয়দ আহমাদ ত্বাহত্বাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঃ-

فَعَلَيْكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاِتِّبَاعِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُسَمَّاةِ بِاَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّ نُصْرَةَ اللّٰهِ فِىْ مُوَافَقَتِهِمْ وَ خُذْلَانَهٗ وَسَخَطَهٗ وَمَقْتَهٗ فِىْ مُخَالَفَتِهِمْ وَ

هٰذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ هُمُ الْحَنَفِيُّوْنَ وَالْمَالِكِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّوْنَ وَالْحَنْبَلِيُّوْنَ وَمَنْ كَانَ خَارِجاً مِّنْ هٰذِهِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ ذَالِكَ الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল, যাঁদেরকে "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাত" বলা হয়। তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ পাকের সাহায্য তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মধ্যেই রয়েছে আর তাঁদের বিরোধিতা করার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার গোস্বা, অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ নিহিত রয়েছে। উক্ত মুক্তি প্রাপ্ত দল বর্তমানে ৪ (চার) মাজহাবের মধ্যেই সীমিত। যাঁরা হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বালী নামে পরিচিত। আর যে ব্যক্তি উক্ত ৪ (চার) মাযহাবের অর্থাৎ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বাহিরে থেকে যাবে সে বেদ্আতীদের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং জাহান্নামী হবে। (ত্বাহত্বাভী-আ'লাদ্- দুররিল্-মুখতার- ৪র্থ খন্ড ১৫০পৃঃ)

সারকথা হল, মিশকাত শরীফের ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নূরে খোদা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ (رواه ابن ماجه)

অর্থাৎ- তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। যে বড় দল থেকে পৃথক থাকবে সে জাহান্নামী।

এ মর্মে প্রসিদ্ধ কিতাব আশআতুল লোমআত, বাবুল ইতিছাম, ১ম খন্ড ১৪০পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইসলাম ধর্মের মধ্যে বড় জামাআতে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাত।

উল্লেখ্য যে, বড় জামাআত সমস্ত সুন্নী মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ের বড় জামাআত অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানের মতামত দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি কোন মহল্লায় বা গ্রামে একজন সুন্নী মুসলমান থাকে এবং সে এলাকায় অন্যান্য সকল লোকজন বেদআতী বা বদ মাজহাবী হয়, তাহলে ঐ একজন সুন্নী মুসলমানই সাওয়াদে আজম বা বড় জামাআতের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সে একজন ব্যক্তিই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের যে বড় সুন্নী জামাআত চলে আসছে, ঐ সুন্নী জামাআতের সঙ্গেই আছেন।

সবশেষে নূরে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীমের জবান মুবারক থেকে মহান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের স্বীকৃতি ও ফজিলত বর্ণনা।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ وَ كَتَبَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَّخْطُوْهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَّ رَفَعَ لَهٗ عَشَرَ دَرَجَاتٍ۔

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাবীবে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করবেন এবং তার প্রত্যেক কদমের জন্য দশটি পূণ্য লিখবেন ও তার দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (বাহরুর রায়েক-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ الْمُؤْمِنُ اِذَا اَوْجَبَ السُّنَّةَ وَ الْجَمَاعَةَ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ وَ قَضٰى حَوَائِجَهٗ غَفَرَلَهُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَ كَتَبَ لَهٗ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ وَ بَرَأَةً مِّنَ النِّفَاقِ۔

অর্থাৎ- হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈমানদার যখন আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়, তখন আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাঁর চাহিদাগুলো পূর্ণ করেন।

তার সকল গুণাহ মাফ করেন এবং তাঁকে জাহান্নাম ও নিফাক (মোনাফেকী) থেকে মুক্তি দান করেন।

(বাহরুর রায়েক-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

সুতরাং আদিল্লায়ে আরবাআ তথা শরীয়তের বিশুদ্ধ দলিলাদীর দ্বারা প্রমাণ হল যে, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র বেহেস্তী জামাআত এবং নাজাতের রাস্তা ও মুক্তির তরীক্বা বা পথ।

সুন্নী আক্বীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস

১) আল্লাহ ও আল্লাহর হাবীবকে সত্য বলে জানা, মানা ও ভালবাসা।

২) কোরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াছ সত্য বলে জানা ও মানা।

৩) কালেমা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি যথা নিয়মে প্রতিপালন করা।

৪) হুজুর পাকের সন্তুষ্টিই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হিসেবে জানা ও মানা।

৫) রাসূলে পাকের সন্তুষ্টিই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের অসন্তুষ্টি হইল আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি।

৬) ছাহাবা কেরামকে মানা এবং তাঁদের দোষ বর্ণনা না করা।

৭) আহলে বাইয়াত-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

৮) চার মাযহাবকে এবং মাযহাবের মতাবলম্বীগণকে সত্য বলে জানা, মানা ও ভালবাসা।

৯) চার ত্বরীক্বা এবং তরীক্বার অনুসারীগণকে সত্য বলে জানা, মানা ও ভালবাসা।

১০) রাসূলে পাকের আনুগত্য আল্লাহ পাকের আনুগত্য। রাসূলে পাকের সঙ্গে বে-আদবী বা গোস্তাখী করা আল্লাহ পাকের সঙ্গে বে-আদবী ও গোস্তাখী করার নামান্তর।

১১) খোদা প্রদত্ত শক্তিতে হযরত রাসূলে পাক যখন যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, সেখানেই তাশরীফ আনয়ন করতে পারেন।

১২) হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী বা হুযুর পাকের হাক্বীক্বত মানব নয়, তবে তিনি

মানবরূপে হিদায়াতের জন্য এসেছেন। তাঁর প্রকৃত সত্তা আল্লাহই ভাল জানেন।

১৩) তিনি সর্বকালের নবী এবং শেষ নবী।

১৪) তিনি আল্লাহর নূর ও নূরে মুজাচ্ছম।

১৫) খোদায়ী শক্তিতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সর্বত্র হাজির ও নাজির।

১৬) তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম গায়েবের খবরদাতা।

১৭) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হায়াতুন্নবী বা স্বশরীরে জিন্দা নবী ।

১৮) তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফিউল মুজনিবীন। তাই তাঁর সম্মানার্থে মিলাদ পড়া এবং দাঁড়িয়ে ক্বিয়াম করা।

১৯) ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উদযাপন করা।

২০) হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে ইয়া বর্ণ যোগে ডাকা। যেমন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি বলা।

২১) রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা। যদিও তারা আপন পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই, ভগ্নি ও বংশধর হোক না কেন।

২২) মিলাদ শরীফের মাহফিল উদযাপন করা এবং ক্বেয়াম করা ও সালাম পাঠ করা।

২৩) হুজুর পাকের পবিত্র নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করতঃ তা চোখে লাগানো।

২৪) আবদুন নবী, আবদুল মোস্তফা, আবদুর রাসূল ও আবদুল আলী প্রভৃতি নাম রাখা জায়েজ।

২৫) আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত কিতাবসমূহ, ফেরেস্তাগণ, বেহেশ্‌ত, দোযখ ও তক্বদীরের উপর ঈমান স্থাপন করা।

২৬) ইমাম মাহ্‌দী আলাইহিস ছালাম যে আবির্ভূত হবেন, তা সত্য জানা।

২৭) কেয়ামত সত্য, হাশর ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে আমলনামার হিসাব হবে। পূণ্যবান ও পাপীদেরকে স্ব-স্ব আমলের বদলা প্রদান করার প্রতি বিশ্বাস করা।

২৮) ছাহাবা কেরামের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা রাখা।

২৯) শ'বে মিরাজ, শ'বে বরাত, শ'বে ক্বদর ও আশুরা সহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা।

৩০) গেয়ারভী শরীফ, ফাতেহা, চল্লিশা, এবং শরীয়ত সম্মত উপায়ে ওরশ শরীফ করা এবং ইছালে সওয়াব করা ।

৩১) আল্লাহর ওলীগণের হাত, পা চুমু দেওয়া এবং মাজার জিয়ারত করা, গিলাফ দেওয়া, প্রদীপ দেওয়া, গোলাফ দেওয়া সহ উপরোক্ত প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদী খালেছভাবে লালন পালন করা, সুন্নী জামাআতের নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত।

৩২) ন্যায় পরায়ন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা।

৩৩) স্বীয় ঈমামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা।

৩৪) কোন মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত না করা।

৩৫) সফরে কিংবা বাড়ীতে (শরীয়ত বিধিতে) মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করা এবং

৩৬) নেককার-বদকার নির্বিশেষে প্রত্যেক ঈমানদার লোকের পিছনে নামাজ পড়াকে বৈধ মনে করা।

উপরোক্ত সুন্নী আক্বীদা সমূহ যাদের মধ্যে কথায় ও কর্মে প্রকাশ পাবে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত এবং উল্লেখিত আক্বীদা সমূহের প্রতি যাদের আপত্তি থাকবে, তারা বাতিল বা জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।

হে আল্লাহ আমাদেরকে সত্যের উপর বহাল থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

বাতিল পরিচিতি

এ যুগের সকল লেবাসধারী মুসলমানগণ বেহেশতী জামাআত বা সুন্নী জামাআতের দাবীদার, কিন্তু মেশকাতুল মাছাবীহ্ শরীফে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী প্রমাণ হয় যে, নবীজির উম্মত মুসলমানের মধ্যে ৭৩ দলে বিভক্ত হবে তন্মধ্যে ৭২ দল লেবাসধারী বাতিল মুসলমান জাহান্নামী

হবে। যাদের মধ্যে শরীয়ত ও ত্বরীকত্বের কর্ম থাকবে কিন্তু কর্মের রূহ থাকবে না। এ যুগে ঐ ৭২ দল মুসলমানরাও নিজেদেরকে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সুন্নী জামাআতের অন্তর্ভূক্ত বলে দাবী করছে। এমতাবস্থায় হক্ব দল ও বাতিল দলের মধ্যে সর্ব-সাধারণের জন্য পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই সুন্নী জামাআতের পরিচিতির পাশাপাশি বাতিল জামাআতের পরিচিতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করলাম।

এ মর্মে নবীয়ে মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ عَنْ شِمَالِهٖ وَ قَالَ هٰذِهٖ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدْعُوْا اِلَيْهِ وَ قَرَأَ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ (احمد-نسائى-دارمى-مشكوة)

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমান যে, হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাদেরকে হক্ব বাতিল বুঝানোর জন্য জমিনের মধ্যে একটা সোজা রেখা আঁকলেন। অতঃপর নবীজি ফরমান এটা আল্লাহর রাস্তা। তারপর সে সোজা রেখাটির ডানে এবং বামে অনেকগুলো রেখা আঁকলেন এবং ফরমালেন এগুলোও রাস্তা, প্রতিটি রাস্তার মধ্যে মানবরূপী শয়তান বসে নিজের দিকে দাওয়াত করছে। অতঃপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কোরআন মাজীদের আয়াতে ক্বারীমা তেলাওয়াত করে উক্ত রেখা সমূহ হতে সোজা রেখা সম্পর্কে বলেন "এবং নিশ্চয়ই এটা আমার সোজা রাস্তা। সুতরাং তোমরা এ রাস্তায় চল এবং অন্যান্য রাস্তায় চলিওনা।"

উক্ত হাদীছের মধ্যে বর্ণিত নকশাটি তাফসীরে আহমাদী শরীফের

৪৭২ পৃষ্টার অনুকরণে পূর্ণাঙ্গভাবে নিম্নে অংকন করা হলঃ-

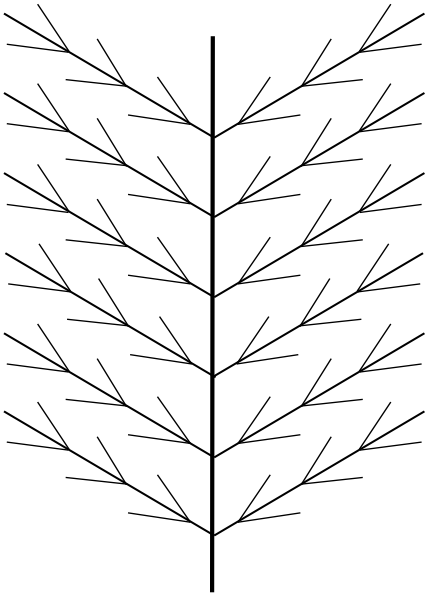

হক্ব তথা নূর নবীজি ও সাহাবা কেরামগণের সোজা রাস্তা হল =১টি

বাতিল বা বক্র রাস্তা ডান দিকে প্রত্যেক রেখায় ৬টি করে ৬ রেখায়= ৩৬টি

বাতিল বা বক্র রাস্তা বাম দিকে প্রত্যেক রেখায় ৬টি করে ৬ রেখায়= ৩৬টি

সর্বমোট রাস্তা হল ঃ- (১ + ৩৬ + ৩৬) =৭৩টি

উল্লেখিত নকশায় মধ্যখানের সোজা রেখাটিই হল নূরে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও সাহাবাগণের রাস্তা। যারা এ সোজা পথের যাত্রী তাঁরাই আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে শয়তানের রাস্তা বলে মূলতঃ জ্বীন বা দেও জাতীকে বুঝানো হয়নি বরং শয়তান বলতে বাতিল আক্বীদা পোষণকারী দুশমনে রাসূলকেই বুঝানো হয়েছে। যাদের মধ্যে মোসলমানী লেবাছ সহ শরীয়তের সকল অনুষ্ঠানাদী বিদ্যমান রয়েছে বটে। কিন্তু তারা বাতিল এবং তাদের বাতিল দলকে বড় করার জন্য, তাদের দলে দাওয়াত করছে।

অনুরূপ হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَّلَاصَلٰوةً وَّلَاصَدَقَةً وَّلَاحَجًّا وَّلَاعُمْرَةً وَّلَاجِهَادًا وَّلَاصَرْفًا وَّلَاعَدْلًا يَّخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ (ابن ماجه)

অর্থাৎ- হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কোন বদ্ মাজহাব তথা বদ্ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তির রোজা, নামাজ, যাকাত, হজ্জ, ওমরা, জিহাদ, ফরজ ও নফল কোন কিছুই কবুল করেন না। বদ্ মাজহাবী ইসলাম ধর্ম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুল বেরিয়ে আসে। (ইবনে মাজাহ)

অনুরূপভাবে সরকারে আকদাছ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَ لَا يُفْتِنُوْنَكُمْ اِنْ مَّرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَ اِنْ مَّاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ وَ اِنْ لَّقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَ لَا تُجَالِسُوْهُمْ وَ لَا تُشَارِبُوْهُمْ وَ لَا تُوَاكِلُوْهُمْ وَ لَا تُنَاكِحُوْهُمْ وَ لَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَ لَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ (رواه مسلم- ابو داؤد- ابن ماجه)

অর্থাৎ- তোমরা বদ মাজহাব তথা বদ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থেকে দূরে থাক এবং তাদেরকে দূরে রাখ, যাতে করে তারা তোমাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে। তারা রুগ্ন হলে তাদের কাছে যেও না এবং তারা মৃত্যু বরণ করলে তাদের জানাযার নামাজে অংশ গ্রহণ করো না এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে না, বসবে না, পানাহার করবে না, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, তাদের জানাযার নামাজে ইমামও হবে না এবং মুক্তাদীও হবে না। (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তদ্রূপ রাসূলে আক্বদাছ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَ لَا اٰبَاءُ كُمْ فَاِيَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَ لَا يُفْتِنُوْنَكُمْ (مسلم ـ مشكوة)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন, আখেরী জামানায় মুছল্লী বেশে এমন একদল ধোঁকাবাজ প্রতারক ও মিথ্যাবাদীর দল বের হবে, যারা তোমাদের সামনে এমন কথা তুলে ধরবে যা কখনো তোমরা শুননি, তোমাদের পূর্বপুরুষ তথা বাপ-দাদাও শুনে নি। সুতরাং এ সমস্ত লোকদের হতে তোমরা দূরে থাক এবং তাদেরকেও দূরে রাখো। যেন তোমাদেরকে বাতিল ফেরকায় নিতে না পারে এবং ফেতনা ফাসাদে নিক্ষেপ করতে না পারে। (মুসলিম ও মেশকাত শরীফ)

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় আশআতুল লোমাত প্রথম খন্ড ১৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে, অর্থাৎ এমন একটা জামাআত পয়দা হবে, যারা ধোকা ও চক্রান্তমূলক ষড়যন্ত্রের দ্বারা উলামা-মাশায়েখ ও নেককারগণের বেশে সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের দরদী হিসেবে চক্রান্ত মূলক মিষ্টি এবং নতুন কথার দ্বারা নিজেদের বুজুর্গী প্রকাশ করবে, যেন তারা তাদের মিষ্টি স্বরের দ্বারা স্বীয় মতবাদ প্রকাশ করতে পারে এবং নিরীহ মুসলমানদেরকে তাদের বাতিল আক্বীদা ও ধর্ম সম্পর্কে মনগড়া অপব্যাখ্যায় বা মতবাদে উৎসাহিত করতে পারে। মহান রাব্বুল আলামীন এ সমস্ত ফেৎনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

দলিলাদির ভিত্তিতে বাতিলদের কর্মসূচী

তাফসীরে ছাবী নামক কিতাবের ৩য় খন্ডের ৩০৭ ও ৩০৮ পৃষ্ঠায় সূরা ফাতিরের ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে,

هٰذِهِ الْاٰيَةُ نُزِلَتْ فِى الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُحَرِّفُوْنَ تَاْوِيْلَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ يَسْتَحِلُّوْنَ بِذَالِكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اَمْوَالَهُمْ كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ الْاٰنَ فِىْ نَظَائِرِهِمْ وَ هُمْ فِرْقَةٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ يُقَالُهُمُ الْوَهَّابِيَّةُ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

অর্থাৎ- আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় খারিজী ফেরকার আলোচনা করা হয়েছে। যাদের কর্মধারা হল কোরআন ও সুন্নাহর বিকৃত করে মনগড়া ব্যাখ্যা করা। এ কারণেই তারা মুসলমানদের রক্তপাত করা ও ধন সম্পদ লুট করা হালাল মনে করে। যাদেরকে ওহাবী বলা হয় তারা হল হেজাজ ভূখন্ডের একটি ফেরকা। তাদের (অপকর্মের) জলন্ত প্রমাণ আজও নিদর্শন হয়ে আছে। ওহাবীরা নিজেদেরকে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে (তাদের দাবী মিথ্যা ও) তারা মিথ্যাবাদী। তাদের উপর শয়তান ভর করে আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা হল শয়তানের দল। (হে ঈমানদারগণ) সাবধান! তোমরা শয়তানের (ওহাবীদের) দল হতে সতর্ক থাক। নিশ্চয় তারা পরপারে ক্ষতিগ্রস্ত।

মক্কা মুআজ্জমার মুফতী আল্লামা সায়্যেদ আমহদ দাহলান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু কর্তৃক সংকলিত "ফেৎনাতুল ওহাবীয়াহ" নামক কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠার বর্ণনা–

وَمِمَّا كَانَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يَمْنَعُوْنَ النَّاسَ مِنْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ اَنَّ اَحَادِيْثَ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِاُمَّتِهٖ كَثِيْرُ مُّتَوَاتِرَةٍ وَّاَكْثَرُ شَفَاعَتِهٖ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِهٖ وَكَانُوْا يَمْنَعُوْنَ مِنْ قِرَاءَةِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الصَّلٰوةِ عَلَى

النَّبِيِّ ﷺ وَعَلٰى ذِكْرِهَا كَثِيْرٌ مِّنْ اَوْصَافِهِ الْكَامِلَةِ وَ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ ذَالِكَ شِرْكٌ وَّ يَمْنَعُوْنَ مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدَ الْاٰذَانِ حَتّٰى اَنَّ رَجُلًا صَالِحًا كَانَ اَعْمٰى وَ كَانَ مُؤَذِّنًا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْاٰذَانِ بَعْدَ اَنَّ كَانَ الْمَنْعُ مِنْهُمْ فَاَتٰوابِهٖ اِلَى ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَاَمَرَبِهٖ اَنْ يَّقْتُلَ فَقَتَلَ۔

অর্থাৎ- ওহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের মধ্যে এ আক্বীদাও রয়েছে যে, তারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত কামনা করাকে নিষেধ করে। অথচ হুজুর পাকের শাফায়াত সত্য এবং তিনি বড় বড় গুণাহগারদের শাফায়াতকারী হিসেবে সহীহ হাদীছ দ্বারা অসংখ্য দলিল বিদ্যমান রয়েছে।

তাদের ভ্রান্ত মতবাদের আরেকটি হল যে, তারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান ইজ্জত সম্বলিত দুরূদ শরীফের সুবিখ্যাত "দালায়িলুল খায়রাত" নামক কিতাবটি পড়তে বাধা দিত এবং পড়াকে শিরক বলে ফতোয়া দিত।

অনুরূপ ওহাবীরা আযানের পর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়তে বারণ করত। ওহাবীদের নবী বিদ্বেষী আইন উপেক্ষা করে একজন পরহেজগার অন্ধ মুয়াজ্জিন আজানের পর মিনারায় দুরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর নির্দেশে মুআজ্জিন সাহেবকে কতল করে শহীদ করা হয়।

জগৎ বিখ্যাত "ফতোয়ায়ে শামী" নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ডের বাবুল বুগাতের ২৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে,

كَمَا وَقَعَ فِىْ زَمَانِنَا فِىْ اَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَّجْدٍ وَّتَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ مَذْهَبَ الْحَنَابَلَةِ لٰكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذَالِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتّٰى كَسَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَظَفَرَبِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَ مِأَتَيْنَ وَاَلْفٍ۔

অর্থাৎ- যেমন আমাদের এ যুগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর ভয়াবহ কর্মকান্ড। তারা নজদ থেকে বের হয়ে মক্কা মদীনার উপর ক্ষমতা বিস্তার করল। ওহাবীরা নিজেদেরকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলে দাবী করত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারাই একমাত্র মুসলমান আর বাকী সকলেই মুশরিক। এজন্যই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীগণকে ও সুন্নী আলেমগণকে হত্যা করা ছাওয়াবের কাজ মনে করত। অবশেষে আল্লাহ তাদের মিথ্যা অহংকার চুর্ণ করে তাদের শহরগুলোকে নির্মূল করে দিলেন। তাদের মোকাবেলায় মুসলিম গৈণ্যদেরকে বিজয় দান করলেন। এ জঘন্যতম ঘটনাটি ১২৩৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

"সাইফুল জাব্বার" নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে আল্লামা ফাদলে রাছুল বাদায়ূনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত যে, ওহাবীরা মক্কা মুআজ্জমা ও মদিনা শরীফের সুন্নী নিরীহ লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। হারামাইন শরীফাইনে অবস্থানরত স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করেছে। পুরুষ ও নারীদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছে। সৈয়দ বংশের ব্যক্তিবর্গগণকে হত্যা করেছে। মসজিদে নববীর সমস্ত ঝাড় লুণ্ঠন ও গালিচা উঠিয়ে নজদে নিয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়াতের সকল মাজার সমূহকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এমনকি হুজুর পাকের বিশ্রামস্থল যে রওজা পাককে কেন্দ্র করে সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিনিয়ত ফেরেশতাগণ সালাত ও সালাম পাঠ করতেন সে রওজা শরীফকেও ধ্বংস করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু যে ব্যক্তিটি ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে রওজা পাকের কাছে গিয়েছিল, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিয়োজিত একটি বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এভাবেই মহান রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের আখেরী বিশ্রামস্থলকে বাতিলদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

"জা'আল হাক" নামক প্রসিদ্ধ কিতাবের লেখক আল্লামা শায়খ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন– বাতিলদের নির্যাতন নিপীড়ন ছিল বর্ণনাতীত যন্ত্রণাদায়ক। যার বিবরণ দিতে গেলে হৃদয় কন্নায় ভরে উঠে। কুখ্যাত ইয়াযীদ হুজুর

ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এঁর জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, কিন্তু সে শত্রুতা তাঁর ইন্তেকালের ১৩০০ বছর পরেও কবরের মধ্যে ওহাবীদের হাতে সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইয়াত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) লাঞ্ছিত হচ্ছেন। ইবনে সাউদ হারামাইন শরীফাইনে যে বিভৎস কাণ্ড করেছে, তা এখনও প্রতিটি হাজীর চোখে ভেসে উঠে। আমি (লেখক) স্বচক্ষে দেখেছি যে, পবিত্র মক্কা নগরীর কোথাও কোন সাহাবীর পবিত্র কবরের চিহ্ন মাত্রও নেই। এতে ওহাবীদের উদ্দেশ্য হল কেহ যেন ফাতিহা পাঠ করারও সুযোগ না পায়। যে জায়গায় নূরে খোদা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সে পবিত্র স্থানেও একটি তাবু খাটানো দেখেছি, যেখানে কুকুর ও গাধার অবাধ বিচরণ চলছে। পূর্বে এ জায়গায় একটি গম্বুজবিশিষ্ট ঘর ছিল, তাতে লোকজন যিয়ারত করত এবং নামাজ পড়ত। এটিই ছিল মা আমেনার ঘর। আর এ ঘরেই ঈমান ও ইসলামের নূর মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লামের আগমন হয়েছিল। আজ সে পবিত্র স্থানের এমন অসম্মান ও অবমাননা চলছে যার অভিযোগ মহান আল্লাহর দরবারে রইল।

পাক ভারতে ওহাবী ফেৎনা

আরবের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর বাতিল মতবাদকে ভারত উপমহাদেশে প্রচার করার জন্যে বিশাল সংগঠন গড়ে তুলেছিল মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী। সবশেষে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী প্রণীত "কিতাবুত তাওহীদ" নামক গ্রন্থের উর্দূ ভাষায় খোলাসা অনুবাদ করতঃ "তাকভীয়াতুল ঈমান" নামে প্রকাশ করে হিন্দুস্থানে ওহাবী আক্বীদা ব্যাপকভাবে প্রচারের আয়োজন করে। এ "তাকভীয়াতুল ঈমান" প্রকাশ করার কারণে ইসমাঈল দেহলভী সীমান্তের সুন্নী মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। তাই ওহাবীরা তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করে, শিকদের হাতে নিহত হয়েছে বলে অপপ্রচারণা চালায়। [প্রামাণ্য দ্রষ্টব্য আনোয়ারে আফতাবে ছাদাকাত।]

ওহাবী ফিতার ভারতীয় এন.জি.ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসা

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী নিহত হওয়ার পর তার ভারতীয় অনুসারীরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের আক্বীদা সমূহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ১৮৬৬ ইং সনে প্রতিষ্ঠা করে দেওবন্দ মাদ্‌রাসা।

ইসমাঈল দেহলভীর খাস অনুসারী ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রধান নেতা

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর খাস অনুসারী ও দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রধান নেতা মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী। যিনি ইসমাঈল দেহলভী কর্তৃক আনীত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের বাতিল আক্বীদাসমূহ তাকভীয়াতুল ঈমান ও অনুরূপ বিভিন্ন পুস্তকাদীর মাধ্যমে ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় প্রচারণা সহ বাস্তবায়ন ঘটান।

রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফতোয়া

মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী কর্তৃক "ফতোয়ায়ে রশিদিয়া" নামক স্ব-রচিত পুস্তকের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে,

محمد بن عبد الوهاب کے مقتدیوں کو وهابی کہتے ہیں ان کے عقائد عمده تھے اور مذهب ان کا حنبلی تھا۔ البته ان کے مزاج میں شدت تھے مگر وہ اوران کے مقتدی اچھے ھیں مگر ھاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد اگیا ہے اور عقائد سب کے متحد ھیں اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ھے۔

অর্থাৎ- রশিদ আহমদ গাংগুহী বলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের মতবাদে অনুসারীগণকে ওহাবী বলা হয়। তার মতবাদ খুবই উত্তম ছিল এবং তার মাজহাব ছিল হাম্বলী। তার স্বভাব ছিল কড়া এবং তিনি ও তার অনুসারীরা খুবই ভাল ছিল কিন্তু যারা সীমাতিক্রম করেছে তাদের মধ্যে কলহ এসেছে। আর ওহাবীদের সকলের

আক্বীদা এক, মতবাদের মধ্যে মতবিরোধ নেই শুধু তাদের আমলের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মত পার্থক্য রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দেওবন্দ মাদ্‌রাসার নেতা রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফতোয়া অনুযায়ী পরিষ্কার হল যে, দেওবন্দীরাও ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী।

দেওবন্দীরাও ওহাবী

ভারত উপ-মহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচারের জন্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য যে সমস্ত পুস্তিকাদি রচনা করেছে তার কিছু তালিকা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১) তাহ্‌যীরুন্নাস ঃ মৌং কাশেম নানুতভী, প্রতিষ্ঠাতা, দেউবন্দ মাদ্‌রাসা, ইউ,পি।

২) তাকবীয়াতুল ঈমান ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী।

৩) বারাহীনে কাতিয়া ঃ মৌং খলীল আহমদ আম্বেটভী।

৪) হিফযুল ঈমান ঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী।

৫) আল ইফাযাতুল ইয়াওমীয়া ঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী।

৬) ফতোয়া-এ-রশীদিয়া ঃ মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী।

৭) তাযকীরুল ইখওয়ান ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী।

৮) ইযাহুল হক ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী।

৯) রেসালা-এ-একরোযী ঃ মৌং ইসমাঈল দেহলভী প্রভৃতি।

এতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেওবন্দীরা ওহাবী মতালম্বী ও মতাদর্শী। ফলে দেওবন্দীরাও খাঁটি ওহাবী।

সোনার বাংলায় দেওবন্দী ফেৎনা

ইসমাঈল দেহলভী কর্তৃক আনীত ওহাবী মতবাদ সমূহ প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবে নির্মিত হয় ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসা। বাংলাদেশের ছেলেরা সুদূর ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে অধ্যয়ন করে কিন্তু ওহাবী মতবাদের কালো ছায়ায়

ধর্মের মূল আদর্শ বিদ্বেষী ও ধ্বংসকারী হিসেবে দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে বেরিয়ে আসে। সে সাথে তাদের ওহাবী দেওবন্দী মতবাদ প্রচার-প্রসারের জন্যে গড়ে তুলে সোনার বাংলার মুক্ত জমিনে খারেজী ও কওমী মাদ্‌রাসা। এভাবে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে ওহাবী দেওবন্দীদের ঈমান নাশক বিষাক্ত বন্যা।

হে দয়াল রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে তোমার মাহবুব মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খাতিরে ওহাবী ও দেওবন্দীদের কালো গ্রাস থেকে হিফাজত করুন।

বাতিলদের বিভিন্ন দল ও তাদের আক্বীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস

মোখবীরে ছাদেক, নবীয়ে মাওলা, নূরে আ'লা, নূরে মোজাচ্ছাম, মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, আখেরী জামানায় যে সমস্ত দাজ্জাল এবং মিথ্যাবাদীদের আগমন সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন, বর্তমান জামানায় সে দাজ্জাল ও কাজ্জাবের বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা যাচ্ছে। যারা মুসলমানগণের সামনে বিনয়ের স্বরে এমন কথা বলে, যা তাদের বাপ-দাদারাও কখনো শুনেনি।

তাদের থেকে একটি সম্প্রদায় হল, যারা নিজেদেরকে আহলে কুরআন বলে দাবী করে। তারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে শুধু সংবাদ বাহক হিসেবে জানে এবং নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে হুজুর পাকের সমস্ত হাদীস শরীফকে অস্বীকার করে। এমনকি স্বয়ং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর অনুসরণকেও অস্বীকার করে। আর বলে এ গুলোতো এমন কথা যা আমাদের বাপ-দাদাগণও শুনেননি। অথচ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা হুজুর পাকের অনুসরণ করার জন্য ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এঁর অনুসরণ কর।

(সুরা নিসা, আয়াত ৫৯)।

বাতিলদের থেকে মির্জা গোলাম কাদিয়ানী নামে একটি দল আছে। এরা মির্জা গোলামকে ঈমাম মেহেদী, মুজাদ্দীদ, নবী এবং রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করে এবং হুজুর পাকের পরেও অন্য নবী পয়দা হওয়া বা আগমন করা জায়েজ মনে করে।

এগুলোতো এমন বদ্ আক্বীদা যা আমাদের বাব-দাদাগণও শুনেননি বরং হুজুর নূরে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেনঃ-

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ

অর্থাৎ আমি সকল নবীগণের শেষ নবী, আমার পরে কোন (নতুন) নবী হবেনা। (মেশকাত শরীফঃ-৪৬৫ পৃষ্ঠা)।

অনুরূপ কোরআনুল কারীমের মধ্যেও ইরশাদ হচ্ছেঃ-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সকল নবীগণের শেষ নবী। (সুরা আহযাব, আয়াত নং ৪০)

উল্লেখিত আয়াতে ক্বারীমা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, হুজুর পাকের জাতে আক্বদাসের আগমনে অন্য কোন নতুন নবীর আগমনের ছিলছিলা সমাপ্ত হয়ে গেছে, এমনকি তাঁর আগমনে তাঁর পরবর্তীতে নবুওতের দরজায় মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে উল্লেখিত আয়াতে ক্বারীমা ছাড়াও কেত্বয়ী আদিল্লা মওজুদ রয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় নবী পাকের পরে আর কখনো কোন নতুন নবীর আগমন ঘটবেনা।

বাতিলদের থেকে আরো একটি দল যারা ওহাবী-দেওবন্দী নামে পরিচিত। এ দলের আক্বীদা হল হুজুর পাকের যে রকম এলম রয়েছে, অনুরূপ 'ইলম বা জ্ঞান শিশু, পাগল এবং চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যেও রয়েছে। নাউজু বিল্লাহ্।

প্রমাণ স্বরূপ যেমন, দেওবন্দীদের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী তার নিজ পুস্তক হিফজুল ঈমান এর ৮ পৃষ্টার মধ্যে হুজুর পাকের পূর্ণ এলমে গায়েবকে অস্বীকার করে আংশিক এলমে গায়েবকে স্বীকার করেছে এবং আংশিক এলমে গায়েব সম্পর্কে লিখেছে, এমন (আংশিক এলমে গায়েব জানার মধ্যে) হুজুরের কি বিশেষত্ব আছে? এমন আংশিক এলমে গায়েব তো যায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু, পাগল এমনকি সমস্ত জীব জন্তু এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যেও আছে। (নাউযুবিল্লাহ)

বাতিলদের থেকে ওহাবী দেওবন্দীদের আরো একটি আক্বীদা এ যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সকল নবীগণের শেষ নবী নন। তাঁর পরে আরো অন্য নবী আসতে পারে। যেমনঃ- মৌলভী কাশেম নানুতুভী দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, সে তার পুস্তক তাহজিরুন্নাছের ৩ পৃঃ লিখেছে, অর্থাৎ- বুদ্ধি বিবেকহীন লোকেরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ খাতামুন্নাবেয়ীন অর্থ অনুযায়ী পূর্ববর্তী সকল নবীগণের মধ্যে তাঁকে আখেরী বা শেষ নবী হিসেবে জানে। কিন্তু জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়ের নিকট এ কথা অতি স্পষ্ট যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সকল নবীগণের পূর্বে বা পরে আগমনের মধ্যে মৌলিকভাবে কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

অনুরূপ উক্ত পুস্তকের ২৮ পৃষ্টায় সে লিখেছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর পরে কোন নবীর আগমন ঘটেই যায়, তাহলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর খতমে নবুয়ত বা শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি বা অসুবিধা হবে না।

উল্লেখিত আলোচনার সার কথা এ যে, হুজুর পাকের পরেও অন্য নবীর আগমন হতে পারে। (নাউযুবিল্লাহ)। যেমন নবী পাকের পরেও দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ছাত্র মির্জা গোলাম কাদিয়ানী নবী দাবী করেছে।

বাতিলদের থেকে দেওবন্দী সম্প্রদায়ের আরো একটি আক্বীদা

হল, শয়তান ও মালাকুল মউতের 'ইলম বা জ্ঞানের চেয়েও হুজুর পাকের 'ইলম কম। যে ব্যক্তি শয়তান এবং মালাকুল মউতের জ্ঞানের ব্যাপকতাকে স্বীকার করবে সে মুমিন মুসলমান বটে কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর জ্ঞানের ব্যাপকতাকে স্বীকারকারী মুশরিক ও বেঈমান। যেমন দেওবন্দীদের মুরুব্বী মৌলভী খলিল আহমদ আম্বটী বারাহীনে কাতেয়া নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় সে লেখেছে যে, শয়তান এবং মালাকুল মউতের জ্ঞানের ব্যাপকতা বা বিশালতা সম্পর্কে নছ তথা বিশুদ্ধ দলিলাদীর দ্বারা স্বীকৃতি বা ছাবেত রয়েছে।

কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোন ধরণের বিশুদ্ধ প্রমাণাদী রয়েছে কি? যার দ্বারা সমস্ত দলিলাদীকে খন্ডন করে এক ধরণের শির্ক প্রতিষ্ঠা হবে? (নাউযুবিল্লাহ)

* উক্ত ৭২ দলীয় বাতিল নামধারী মুসলমানদের আরো একটি আক্বীদা এ যে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন। (রেছালায়ে একরোজি, পৃষ্টা ১৪৫ লেখক মৌলভী ঈসমাইল দেহলভী।) (নাউযুবিল্লাহ)

* নবীয়ে মাওলার ভবিষ্যদ্বাণী মতে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল হতে আরো একটি জাহান্নামী ৭২ দলীয় ফেরকা বের হয়েছে, যারা বলে- হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন। (ত্বাকবিয়াতুল ঈমান, পৃষ্টা ৭৯)। (নাউযুবিল্লাহ)

এ সমস্ত আক্বীদা বা বিশ্বাস কি মূলতঃ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে অস্বীকার করা নয়? কারণ এ সমস্ত বক্তব্যের দ্বারা মূলতঃ আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও রাসূল পাকের রিছালাতের অস্বীকৃতি বুঝায়।

সুতরাং এ ধরণের ধর্ম বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে, তারা মুমিন মুসলমান তথা নামাজ, রোজা, টুপি, দাঁড়ি থাকা সত্বেও কাফের। কারণ মুমিন মুসলমান কুফুরীর দ্বারা কাফের হয়। কাফের কুফুরীর দ্বারা মুসলমান হয় না বরং কাফেরই থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত করণার্থে সামান্য প্রমাণাদী উপস্থাপন করেছি মাত্র। উক্ত বাতিল জামাআত ওহাবী ও দেওবন্দীদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে জানতে হলে নিম্নের পুস্তকাদী পড়ুন।

(১) আচ্ছাওয়ারিমুল হিন্দিয়া (২) হুচ্ছামুল হারামাঈন (৩) ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও তাদের বিধান (৪) নজদী পরিচয় (৫) ওয়াহাবী পরিচয় (৬) এক নজরে ওয়াহাবী আকায়েদ প্রভৃতি ।

* অনুরূপভাবে বাতিলদের থেকে আরো একটি দলের নাম হল জামাআতে ইসলামী। সে দলের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মওদুদী। সে তার ভ্রান্ত মতবাদ ও নাপাক চিন্তাধারার মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ইসলামের বুলি তথা লেবাছ ও বক্তব্য নিয়ে ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখছে।

ঈমানদার ভাইগণের সতর্কতার জন্য মিঃ মওদুদীর ঈমান বিধ্বংসী ভ্রান্ত মতবাদ ও অপবিত্র চিন্তা ধারার কতিপয় দৃষ্টান্ত তার লিখিত বিভিন্ন পুস্তকাদির প্রমাণ সহ উপস্থাপন করছি।

আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্তব্য

(১) ইসলামী আক্বীদাঃ- মহান আল্লাহ কোন ক্ষেত্রে জুলুমের আশংকা জনিত কোন বিধান দেন নাই। (আল্ কোরআন, সুরা ইউনুস ৪৪নং আয়াত)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- যে ক্ষেত্রে নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা, সে ক্ষেত্রে যিনার কারণে (আল্লাহর আদেশকৃত) রজম শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমাত ২য় খন্ড ২৮১পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

* মহানবী ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সম্পর্কে মন্তব্য

(২) ইসলামী আক্বীদাঃ-মহানবী ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত। (হাদীছ শরীফ, ফতোয়ায়ে শামী)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। (অর্থাৎ তিনি মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে গুনাহ করেছিলেন)। (তর্জমানুল কোরআন, সংখ্যা-৮৫, পৃঃ-২৩০) নাউযুবিল্লাহ।

(৩) ইসলামী আক্বীদাঃ- হুজুর ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজ মনগড়া কোন কথা বলেন নি। (আল্ কোরআন)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মনগড়া কথা বলেছেন এবং তিনি নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ করেছে। (তর্জমানুল কোরআন, রবিউল আউয়াল, সংখ্যা ১৩৬৫ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য

(৪) ইসলামী আক্বীদাঃ- কোরআন মাজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা করা নাজায়েজ ও হারাম। (তিরমীজি শরীফ ২য় খন্ড ১১৯পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- কোরআন মাজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা করা জায়েজ। (তর্জমানুল কোরআন, জমাদিউল উখরা সংখ্যা ১৩৫৫ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(৫) তাই স্বয়ং মিঃ মওদুদী তাফহীমুল কোরআন নামে, কোরআন মাজীদের মনগড়া অপব্যাখ্যা লিখে নিজেও গোমরাহ হল এবং মুসলমানদেরকেও গোমরাহ করার ফাঁদ পেতে গেল। মওদুদীর তাফহীমুল কোরআন যে, কোরআন মাজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা এটা শুধু আমাদেরই কথা নয় বরং মিঃ মওদুদী স্বয়ং আপন তাফহীমুল কোরআনের ভুমিকায় স্পষ্ট করে এর স্বীকারোক্তি পেশ করে বলেছে যে, কোরআন পড়ে আমার যা কিছু বুঝে এসেছে এবং আমার অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা হুবহু আমি তাফহীমুল কোরআনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছি। (মোকাদ্দায়ে তাফহীমুল কোরআন) নাউযুবিল্লাহ।

(৬) ইসলামী আক্বীদাঃ- আল্লাহর নির্দেশিত ও নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর দেখানো পথ নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবা

কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন আইম্মায়ে মুজতাহেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) গণ কোরআন মাজীদের যে রূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তা হাদীছ ও তাফসীরের পুরাতন ভান্ডারে বিদ্যমান রয়েছে, কোরআন মাজীদের সেরূপ ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য। অন্যথায় পদচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। (কোরআন-ফিকহ্ ও দাওয়াত ২১৬পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- তাফসীরের পুরাতন ভান্ডার হতে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে নেই। (তানকীহাত ১১৪পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(৭) কোরআন বুঝার উত্তম পন্থা একমাত্র এটাই হতে পারে যে, কোরআন বুঝার ইচ্ছা পোষনকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম এটা জানবে যে, কোরআনের এলহাম তার উপর নাযিল হচ্ছে (অর্থাৎ সে রসুল) অতঃপর এটা বুঝে কোরআন পাঠ করবে যে, সে নিজেই এ কোরআন নাযিল করছে (অর্থাৎ সে স্বয়ং আল্লাহ) আমি (মওদুদী) কোরআন বুঝার এ পন্থাকেই গ্রহণ করছি। (নাওয়ায়ে পাকিস্থান লাহোর ৪ঠা সেপ্টেঃ ১৯৫৫ ইং) নাউযুবিল্লাহ।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে বক্তব্য

(৮) ইসলামী আক্বীদাঃ- নবীগণ মাছুম অর্থাৎ নিষ্পাপ, তাঁরা কোন গুনাহ করেন নি। (হাদীছ শরীফ, তাফসীরে রুহুল বয়ান)

(৯) মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- নবীগণ মা'ছুম নন। প্রত্যেক নবীই গুনাহ করেছেন (তাফহীমাত ২য়খন্ড ৪৩ পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(১০) ইসলামী আক্বীদাঃ- নবীগণ মহা সম্মানিত সর্বোত্তম। তাঁদের দোষ বর্ণনা করা হারাম ও কুফুরী। (শামী ও তাফসীরুল কামালাইন ৪র্থ খন্ড ৪পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- (নবী হউক, সাহাবা হউক) কারো সম্মানার্থে তার দোষ বর্ণনা না করাকে জরুরী মনে করা আমার দৃষ্টিতে মূর্তি পূজারই শামিল (তর্জমানুল কোরআন ৩৫ তম সংখ্যা ৩২৭ পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(১১) তাই মিঃ মওদুদী লাগামহীন ভাবে নবীগণের উপর মিথ্যা দোষ

বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, হযরত আদম (আঃ) মানবিক দূর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্টি ত্বরিত জযবায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে তিনি আনুগত্যের উচ্চ শিখর হতে নাফরমানীর অতল গহবরে গিয়ে পড়েন। (তাফহীমুল কোরআন, ২য় খন্ড-১৯৩ পৃষ্ঠা) নাউযুবিল্লাহ।

পবিত্র হাদীছ সম্পর্কে বক্তব্য

(১২) **ইসলামী আক্বীদাঃ-** পবিত্র হাদীছ সমূহ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হতে মহা মনীষী সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের বর্ণনার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট পৌঁছেছে এবং মোহাদ্দেসীন কেরাম সাধ্যাতীত সতর্কতা অবলম্বন করতঃ বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থাদি, যোগসূত্র ইত্যাদি যাচাই-বাচাই ও উসূলে হাদীসের ভিত্তিতে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা গ্রহণ করেছেন। কাজেই হাদীস শাস্ত্র সত্য, বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য। (উসূলে হাদীছ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- হাদীস তো কতিপয় মানুষ হতে কতিপয় মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কাজেই তার সত্যতা সমন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, বড় জোর ধারণা করা যেতে পারে। (তর্জমানুল কোরআন রবিঃ আউঃ সংখ্যা, ১৩৬৫ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(১৩) কোন ভদ্রলোকই একথা বলতে পারে না যে, যে সব হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা ধ্রুব সত্য তার সত্যতা সন্দেহাতীত। বোখারী শরীফের ছয় হাজার হাদীছের সবগুলো যে সহীহ্, হাদীছের গোড়া ব্যক্তিও একথা বলতে পারে না। (দ্বীনী রুজহানাত, পৃষ্ঠা-১০০) নাউযুবিল্লাহ।

(১৪) বোখারী শরীফের হাদীসও বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করা অন্যায় (তর্জমানুল কোরআন শাওয়াল, পৃষ্ঠা-১৩৫২ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(১৫) সাহাবাগণ মনগড়া ধারণাকেও হাদীছ হিসেবে পেশ করতেন। (তর্জমানুল কোরআন ৩৫ তম সংখ্যা) নাউযুবিল্লাহ।

(১৬) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সন্দেহ যুক্ত মনগড়া ধারণাও (হাদীস হিসেবে পেশ করতেন।) (তর্জমানুল কোরআন ১৩৬৫হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(১৭) হাদীসের পুরাতন সম্পদ হতে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা উচিৎ নয় (তর্জমানুল কোরআন জমাঃ উলাঃ ১৩৫৫ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে বক্তব্য

(১৮) ইসলামী আক্বীদাঃ- সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম আজমাইন সত্যের মাপকাঠি। (হাদীস শরীফ ও ফতোয়ায়ে রহীমিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২১)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি নয়। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী পৃষ্ঠা-৭, (সার সংক্ষেপ) নাউযুবিল্লাহ।

(১৯) ইসলামী আক্বীদাঃ- সাহাবা কেরাম অনুসরণ যোগ্য। (হাদীস ও মাকতুবাতে ইমমে রাব্বানী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০২)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- সাহাবা কেরাম অনুসরণ যোগ্য নয়। (দস্তুরে জামাআতে ইসলামী, পৃষ্ঠা-৭, (সার সংক্ষেপ) নাউযুবিল্লাহ।

(২০) ইসলামী আক্বীদাঃ- সাহাবায়ে কেরাম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁদের দোষ বর্ণনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। (শরহুল আকায়েদ পৃষ্ঠা-৩৫২)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- সাহাবাগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাদের দোষ বর্ণনা করা যায়। ছাহাবাগণের সম্মান করার জন্য তা যদি জরুরী মনে করা হয় যে, কোন ভাবেই তাদের দোষ বর্ণনা করা যাবে না, তবে আমার দৃষ্টিতে তা সম্মান নহে, বরং মূর্তিপূজা যার মূলোৎপাটনের জন্য জামায়াতে ইসলামীর জন্ম। (তর্জমানুল কোরআন সংখ্যা নং ৩৫, পৃঃ ৩২৭) নাউযুবিল্লাহ।

তাই মিঃ মওদুদী উল্লেখিত স্বীয় আক্বীদার ভিত্তিতে শিয়া, রাফেজী ও খারেজীদের অনুকরণে ছাহাবা কেরামের মিথ্যা ও গর্হিত দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বললঃ-

(ক) সাহাবা কেরামগণ অনেক মনগড়া হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তর্জমানুল কোরআন ৩৫ তম সংখ্যা ৩২৭পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(খ) ছাহাবাদের মধ্যে জাহেলিয়্যাতের বদগুণ পুনরায় ফিরে এসেছিল। (তাফহীমাত ২য় খন্ড ১৫৫পৃষ্টা) নাউযুবিল্লাহ।

(গ) অনেক সময় ছাহাবাদের মধ্যে মানবিক দুর্বলতা প্রাধান্য লাভ করতঃ তারা একে অপরের উপর হামলা করে বসতেন এবং পরস্পর গালি-গালাজ শুরু করতেন। (তর্জমানুল কোরআন ১৩৫৫ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(ঘ) বহু বছরের শিক্ষার পরও ছাহাবাগণ জিহাদের প্রকৃত স্পিরিট উপলব্ধি করতে বার বার ভূল করতেন। (তর্জমানুল কোরআন, রবিঃ ছানী, সংখ্যা, ১৩৫৭ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(ঙ) তাঁরা ইসলামের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে বুঝতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। (তর্জমানুল কোরআন, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৩৫৭ হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

ফেরেস্তা সম্পর্কে বক্তব্য

(২১) ইসলামী আক্বীদাঃ- ফেরেস্তাগণ নূরের তৈরি, আল্লাহর মাখলুক। তাঁরা স্ত্রীও নন পুরুষও নন। তাঁদের খানা-পিনার প্রয়োজন হয়না। সর্বদা তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। (শরহে আক্বায়েদে নসফী ৩২২পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- ফেরেস্তাগণ প্রায় ঐ জিনিস যাকে গ্রীক, ভারত ইত্যাদি দেশের মুশরেকরা দেবী-দেবতা স্থীর করেছে। (তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন ১০পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য

(২২) ইসলামী আক্বীদাঃ- মহান আল্লাহ বলেন ইসলাম একটি ধর্মের নাম। (আল্ কোরআন, সূরা মায়েদা, ৩য় আয়াত)।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়, বরং এটা হল একটি বিপ্লবী মতবাদ। (তাফ্হীমাত ১ম খন্ড ৬২পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

মাজহাব সম্পর্কে বক্তব্য

(২৩) ইসলামী আক্বীদাঃ- ঈমাম চতুষ্টয়ের পরবর্তী যুগের মুসলমানদের চাই- আলেম হন, চাই মূর্খ হন, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এ চার মাযহাব হতে কোন এক নির্দিষ্ট মাজহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ চার মাযহাবের (প্রকৃত আক্বীদার) অনুসারী সকলেই আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামে অভিহিত। (মাদারেজুন্ নবুয়ত ১২৬পৃঃ)।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- (ক) জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ করা (চার মাযহাব হতে কোন নির্দিষ্ট এক মাজহাবের অনুসরণ করা) নাজায়েজ ও গুনাহের কাজ। বরং নাজায়েজ ও গুনাহের চেয়েও জঘন্যতম। (রাসায়েল মাসায়েল ১ম খন্ড ১৩৫পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

(খ) আমি মওদুদী নিজে হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি কোন মাজহাবেরই অনুসারী নই। (রুয়েদাতে এজতেমা ৩য় খন্ড ২৮পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

সুন্নাত সম্পর্কে বক্তব্য

(২৪) ইসলামী আক্বীদাঃ- নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর আদত আখলাক ও স্বভাব চরিত্র আমাদের অনুকণের জন্য উত্তম নমুনা বা সুন্নাত। (কুরআন শরীফ, বোখারী ২য় খন্ড ১০৮৪পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত আখলাককে সুন্নাত বলা এবং উহা অনুসরণে জোর দেয়া আমার মতে সাংঘাতিক ধরণের বিদ্‌আত ও মারাত্মক ধর্ম বিগড়ন। (রাসায়েল মাছায়েল ২৪৮পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

দাঁড়ি রাখা সম্পর্কে বক্তব্য

(২৫) ইসলামী আক্বীদাঃ- এক মুষ্টি পরিমান দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। কেঁটে ছেঁটে এর কম রাখা হারাম। (বোখারী শরীফ ৭৫পৃঃ মুসলীম শরীফ ১২৯পৃঃ আবু দাউদ শরীফ ২২১পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- দাঁড়ি কাটা, ছাঁটা জায়েজ। কেঁটে ছেঁটে

একমুষ্ঠির কম হলেও ক্ষতি নাই। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমান দাঁড়ি রেখেছেন, সে পরিমাণ দাঁড়ি রাখাকে সুন্নাত বলা এবং তার অনুসরণে জোর দেয়া আমার মতে মারাত্মক অন্যায়। (রাসায়েল মাছায়েল, ১ম খন্ড, ২৪৭ পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য

(২৬) ইসলামী আক্বীদাঃ- দ্বীনের আসল মাকছুদ কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব যাকাত ইত্যাদি কায়েম করা। ইসলামী হুকুমত উক্ত মাকছুদ অর্জনে সহায়ক। (হাদীছ শরীফ ও শরহুল আক্বায়েদ ৩০৪পৃঃ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- দ্বীনের আসল মকছুদ ইসলামী হুকমত। নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদী সমস্ত ইবাদতই উক্ত মাকছুদ অর্জনের মাধ্যম (আকাবেরে উম্মতকী নজরমে ৬৪পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

মিঃ মওদুদীর উপরোক্ত মন্তব্যের ফল এ দাঁড়ায় যে, ইসলামী হুকুমত অর্জন হলে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি এবাদতের কোনই প্রয়োজন নাই। যেহেতু মাকছুদ অর্জিত হলে মাধ্যমের আর প্রয়োজন থাকেনা। (নাউযুবিল্লাহি)

যাকাত সম্পর্কে বক্তব্য

(২৭) ইসলামী আক্বীদাঃ- যাকাত আদায়ের জন্য তামলীকে ফকির (দরিদ্রকে মালিক বানানো) জরুরী। (হাদীছ শরীফ ও মাবছুত ২য় খন্ড ২০২পৃষ্টা)।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- যাকাত আদায়ের জন্য তামলীকে ফকির (দরিদ্রকে মালিক বানানো) জরুরী নয়। (তর্জমানুল কোরআন, জিলহজ্জ সংখ্যা, ১৩৭৫হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

হারাম জানোয়ার সম্পর্কে বক্তব্য

(২৮) ইসলামী আক্বীদাঃ- শিকারী পাখি যথাঃ- চিল, শকুন ইত্যাদি এবং হিংস্র জন্তু যথাঃ- কুকুর, খেকশিয়াল, বিড়াল, কাক, সাপ ইত্যাদি ভক্ষণ করা হারাম। (মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড ১৫৫পৃষ্টা)।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- চিল, শকুন কুকুর, খেঁকশিয়াল, বিড়াল, কাক, সাপ ইত্যাদি জানোয়ার ভক্ষণ করা হারামও নয় মাকরুহে তাহরীমাও নয়, বরং মশ্‌কুক মাকরূহ বা সন্দেহ যুক্ত মাকরূহ। (তর্জমানুল কোরআন, রবিউচ্ছানী সংখ্যা ১৩৬২হিঃ) নাউযুবিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদা ও তার পরবর্তী এ যুগের বাঙ্গালী মিঃ মওদুদীর আক্বীদার অনুসারী মিঃ গোলাম আজমের আক্বীদার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যতার বা সম্পৃক্ততার নমুনা তথা বাস্তব দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে গুনাহ করেছিলেন। (তর্জমানুল কোরআন, ৮৫তম সংখ্যা, ২৩০পৃঃ) নাউযুবিল্লাহ।

মিঃ মওদুদীর এ যুগের অনুসারী মিঃ গোলাম আজমের আক্বীদা

নবী অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন। তিনি অতি মানব ছিলেন না। সব মানুষের মতই তিনি পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তিনি আমাদের মত স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, নবীকে অতি মানব মনে করে অতি ভক্তি দেখানো হয়। .....নবীর পজিশন হল তিনি মাটির মানুষ তিনি ফেরেশতা বা জ্বিন নন ..... রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ আর সব মানুষের মতো মাটির তৈরীই ছিল প্রভৃতি। (সীরাতুন্নবী সংকলন পৃঃ ৭, ৮, ৯) নাউযুবিল্লাহ।

গোলাম আজমের উপরোক্ত আলোচনায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ যেমনিভাবে ভাল-মন্দ, পাপ-পূন্য করে থাকে তেমনিভাবে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও ভাল-মন্দ, পাপ-পূন্য থেকে মুক্ত নন। (নাউযুবিল্লাহ)

তাই তিনি বলতে পেরেছেন নবী অতি মানব নয়, সব মানুষের মতই স্বাভাবিক ভাবে মাতা-পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েছেন। তিনি

আমাদের মত স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। তাঁকে অতি মানব মনে করা অতি ভক্তি দেখানো মাত্র। (নাউযুবিল্লাহ)

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- সাহাবাদিগকে সত্যের মাপকাঠি জানবেনা। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী পৃষ্ঠা-৭, (সার সংক্ষেপ)

মিঃ গোলাম আযমের আক্বীদাঃ- দ্বীনের মাপকাঠি বা মানদন্ড একমাত্র রাসূল। ছাহাবায়ে কেরাম (সত্য দ্বীনের) মাপকাঠি নন। (সীরাতুন্নবী সংকলন পৃঃ- ১৪) নাউযুবিল্লাহ।

মিঃ মওদুদীর আক্বীদাঃ- নবী, অলী, শহীদ, দরবেশ, গাউস-কুতুব ও উলামা এবং পীর মাশায়েখগণকে বিশ্বাস করা শিরেক এবং ফাতেহা খানি, ওরছ শরীফ, নযর নিয়াজ ও কবর যিয়ারত মুশরিকদের পূজা অর্চনার মত। (ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন পৃঃ ৬) নাউযুবিল্লাহ।

মিঃ গোলাম আযমের আক্বীদাঃ- ধর্মের নামে এক শ্রেণীর লোক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল 'আনহু ও হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল 'আনহু কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বড় মর্যাদা দিয়ে বসে। এসব অলীদের মাযারে যেয়ে হাজার হাজার মানুষ তাদের কাছে সন্তান, চাকুরী ও দুনিয়ার বহু কিছু চায়। অথচ এসব দেয়ার ক্ষমতা রাসুলেরও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্বার নিকট এসবের জন্য দোয়া করা শিরকী কাজ। (সীরাতুন্নবী সংকলন পৃঃ ১৬) নাউযুবিল্লাহ।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মিঃ মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ বর্তমান জামাআতে ইসলামীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্ এদের হেদায়াতের জন্যে কৃপা নযর করুন।

মিঃ মওদুদীর জামাআতে ইসলামের প্রকৃত রূপ বা ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে জানতে হলে নিম্নের পুস্তক সমূহ পড়ুন।

(১) ছারছীনা দারুস্ সুন্নাত আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে প্রকাশিত আল্লামা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী কর্তৃক রচিত "জামাআতে ইসলামী নামধারী মওদুদী জামাআতের স্বরূপ"।

(২) ঢাকা লালবাগ থেকে মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক কর্তৃক রচিত "মিঃ মওদুদীর নতুন ইসলাম"।

(৩) সিলেট থেকে প্রকাশিত মাওলানা হাবীবুর রহমান কর্তৃক রচিত "বিংশ শতাব্দীর জাহেলীয়াত মওদুদীর ফেৎনা"।

(৪) চট্রগাম থেকে প্রকাশিত মাওলানা মোহাম্মাদ ইছহাক কর্তৃক রচিত "মওদুদী ও ইসলাম।"

(৫) কলকাতা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মাদ তাহের কর্তৃক রচিত "ইসলামের নামে একটি নতুন ধর্ম"।

(৬) ঢাকা থেকে মাওলানা হাফেজ্জী সাহেব কর্তৃক সম্মাদিত "সতর্কবাণী"।

(৭) ঢাকা হতে প্রকাশিত মাওলানা জাকির হোসাইন সাহেব কর্তৃক রচিত "এক নজরে মওদুদীবাদী জামাআত শিবিরের ভ্রান্ত মতবাদ"।

এতদভিন্ন এ মওদুদী ফেৎনার ভয়াবহ কর্মকান্ড সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের লেখকগণ বাংলা-আরবী-উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় পরিচিতি পেশ করে গেছেন। সংক্ষেপ করণার্থে সামান্য প্রমাণাদি পেশ করেছি মাত্র।

এমনি ভাবে হুজুর পাকের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীদের থেকে আরো একটি প্রকাশ্য মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালের দল রেরিয়েছে, যে দলের নাম প্রচলিত তবলীগ জামাত। এ প্রচলিত তবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা দীল্লীর মৌঃ ইলিয়াছ।

(১) ইসলামী তাবলীগঃ- আল্লাহ ও আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর নীতি নির্দেশ অনুযায়ী তাবলীগ হচ্ছে ৫ উসুল তথা পঞ্চবেনার উপর।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- ভারতের ইলিয়াছের নীতি নির্দেশ অনুযায়ী তাবলীগ হচ্ছে মনগড়া ৬ উসুল তথা ষষ্ঠ বেনার উপর। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) ইসলামী তাবলীগঃ- ৫ উসুল বা পঞ্চবেনার তাবলীগ যা হুবহু কোরআন, হাদীছ অনুযায়ী এবং যাতে কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি। যথাঃ- কালেমা, নামজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। (কোরআন হাদীছ মতে)।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- ৬ ছয় উসুল বা ষষ্ঠ বেনার তাবলীগ যা কোরআন, হাদীছের বহির্ভূত বা শরীয়ত পরিপন্থী এবং যাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। যথাঃ- (১) কালেমা (২) নামাজ এ দু'টিক গ্রহণ করে রোযা,হজ্জ এবং যাকাত এ তিনটির পরিবর্তে (৩) ইকরামুল মুসলেমীন, (৪) 'ইলম ও জিকির (৫) তাছহীহে নিয়ত ও (৬) নফরুন ফি ছাবিলিল্লাহ বা তাবলীগ। (ইলিয়াছী মতে)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُهُ যে ব্যক্তি ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে তাকে কতল কর। অথচ প্রচলিত তাবলীগ ওয়ালারা প্রকাশ্যে ধর্মের স্তম্ভ পরিবর্তন করে বুজুর্গ ও ছুফী বেশে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিচ্ছে। মানুষও এদের না চিনে-জেনে খেদমত করছে। তাবলীগের আমীররা নিরীহ মুসলমানগণকে নকল বিধান বাজারজাত করার জন্য বলে থাকে যে, ইকরামুল মুসলেমীন, 'ইলম ও জিকির, তাছহীয়ে নিয়ত ও নফরুন ফি ছাবিলিল্লাহ বা তাবলীগ প্রভৃতি ইসলামের বেনা নয়। বরং এগুলি তাবলীগের উছুল। বেনা এক বিষয় আর উছুল অন্য বিষয়। এভাবে সরলমনা মানুষকে সরল পন্থায় ধোকা দিচ্ছে। অথচ আরবী লোগাত ও ব্যাকরণগত দিক থেকে উছুল এবং বেনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। اصول ও بنا দুইটিরই অর্থ এক বিধায় এ ধরণের শব্দকে আরবী ভাষায় লফজে মুরাদেফ বলা হয়। যেমন اصول শব্দটি আছল শব্দের বহুবচন অর্থ স্তম্ভ, মূল, শিকর, প্রভৃতি তেমনি বেনা শব্দের অর্থও মূল, শিকড়, স্তম্ভ প্রভৃতি। যেমন পানি ও জল, বায়ু ও বাতাস, নীড় ও ঘর এসব পাশাপাশি শব্দগুলোর অর্থগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। সবকটির একই অর্থ, অর্থাৎ যাকে পানি বলে তাকেই জল বলে। তদ্রূপ উছুল ও বেনার মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই, দুটিরই অর্থ এক অর্থাৎ মূল, শিকর বা স্তম্ভ।

উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত বিষয় ইসলামের উছুল বা বেনা নয় যথা

ইকরামুল মুসলেমীন, 'ইলম ও জিকির, তাছহীয়ে নিয়ত ও নফরুন ফি ছাবিলিল্লাহ বা তাবলীগ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে ইসলামের উছুল বা বেনা বলে দাবী করা কুফুরী। কারণ ইসলামের স্তম্ভ বা উছুল হিসেবে এ সমস্ত বিষয়কে স্থীর বা নির্ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক একমাত্র নবীগণকে দান করেছেন। হে আল্লাহ এদেরকে হেদায়েত নসীব করুন।

(৩) ইসলামী তাবলীগঃ- পঞ্চবেনা বা ৫ উছুলের তাবলীগ যা আল্লাহ পাকের মনোনীত এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত। (কোরআন কর্তৃক)

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- প্রচলিত ৬ উছুলের তাবলীগ ভারতের ইলিয়াছ সাহেবের মনোনীত এবং মনগড়া প্রবর্তিত। (ইলিয়াছ কর্তৃক)।

লক্ষ্য করুন "তাবলীগের পথে" লেখক মাওলানা বছির উদ্দিন। এ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে" হযরত ইলিয়াছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু এর প্রবর্তিত তাবলীগের নিয়ম হযরত ইলিয়াছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু এর কৃত মালফুজাত কিতাবে বলেন, এ তাবলীগের নিয়ম আমার উপর স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছে। হে দয়াল এদেরকে হেদায়েত করুন।

(৪) ইসলামী তাবলীগঃ- কাফের তথা বিধর্মীদের নিকটে মুসলমান বানানোর উদ্দ্যেশে তাবলীগ করা হয়।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- মুসলমানদর নিকটে ইলিয়াছী মুসলমান বানানোর উদ্দ্যেশে তাবলীগ করা হয়। যেহেতু তারা মুসলমানদেরকে অমুসলিম ধারণা করে বাড়ী-ঘরে, অলিতে-গলিতে, মসজিদে মসজিদে তাবলীগ করে থাকে। কারণ ইলিয়াছী তাবলীগীরা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে মুসলমান হিসেবে জানে না। (দেখুনঃ- মালফুজাতে ইলিয়াছ, ৪৭ পৃঃ)

হে আল্লাহ এ শ্রেণীর মুনাফিক মুসলমানদের থেকে নিরীহ মুসলমানগণের ঈমান হেফাজত করুন।

(৫) ইছলামী তাবলীগঃ- নবী পাকের কর্ম দিয়ে বিধর্মীর ধর্ম-কর্ম বদল করে মুসলমান বানানো হয়।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- ইলিয়াছী কর্ম দিয়ে নবী পাকের ধর্ম-কর্ম বদল করে ইলিয়াছী মুসলমান বানানো হয়। দেখুনঃ- মাওলানা হাছান আলী কৃত"আল্ আছরে" রয়েছে "আজকাল আমাদের ব্যবস্থা দিয়ে নবী ছাহেবের ব্যবস্থা বদল করা হয়েছে"। (নাউযুবিল্লাহ)

উক্ত লেখকের ঠিকানাঃ- সাং+পোঃ- বেলার রায়পুরা-ঢাকা

(৬) ইছলামী তাবলীগঃ- পঞ্চ বেনার বা ৫ উছুলের তাবলীগ যা কোরআন, হাদীছ তথা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রাপ্ত । যথাঃ কালেমা, নামাজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। (কোরআন ও হাদীছ শরীফ হতে প্রাপ্ত)।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- ষষ্ঠ বেনা বা ৬ উছুলের তাবলীগ যা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রাপ্ত নয় বরং ইলিয়াছ সাহেবের স্বপ্নে প্রাপ্ত। যথাঃ কালেমা, নামাজ, ইকরামুল মুসলেমীন, 'ইলম ও জিকির, তাছহীয়ে নিয়ত ও নফরুন ফি ছাবিলিল্লাহ বা তাবলীগ। (ভারতের ইলিয়াছ হতে স্বপ্নে প্রাপ্ত)।

প্রথম আলোচনাঃ- ধর্মপ্রাণ ভাইগণের খেদমতে বলছি যে, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাআত যারা হাড়ী-পাতিল, কাঁথা-বালিশ ও লাকড়ীর বোঝাসহ প্রভৃতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে কলেমার দাওয়াত দেয় এবং মসজিদে থাকে ও খানা-পিনা করে এবং রাত্রী যাপন করে ও তাবলীগী নেছাব বই পড়ে শুনায়, এ ধরণের ছয় উছুলী তাবলীগ জামাআত কোরআন ও হাদীস শরীফের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং এ মর্মে ভারতের ইলিয়াছ সাহেব নিজেই বলেনঃ-

اپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ھوا

অর্থাৎ মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব বলেন প্রচলিত তাবলীগ জামাআতের নিয়ম-নীতি আমি স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়েছি। (মালফুজাতে ইলিয়াছ ৫১পৃঃ) ।

ধর্মপ্রাণ ভাইগণের নিকট আরজ একদিন যেখানে সকলেই ফিরে যেতে হবে সমস্ত হিসাব দেওয়ার জন্য, সে দিন বিবেকের হিসাবও দিতে হবে। একবার ভেবে দেখুনতো আপনি প্রচলিত ইলিয়াছী তাবলীগ করে মোহাম্মদী তথা ইসলামী তাবলীগ করছেন না ইলিয়াছী

তাবলীগ করছেন? আপনি উম্মত কার? আর ধর্ম পালনে অনুসরণ করছেন কার? স্বপ্ন কি শরীয়তের দলিল হতে পারে? স্বপ্ন যদি শরীয়তের দলিল হয় তাহলে,

স্বপ্নে **বাস্তবে**

কেহ যদি স্বপ্নে মন্ত্রিত্ব লাভ করে ঃ- তবে তাকে মন্ত্রিত্ব দেয়া হবে কি?

কেহ যদি স্বপ্নে কোন মেয়েকে বিবাহ করে ঃ-তবে তাকে উক্ত মেয়ে দেয়া হবে কি?

কেহ যদি স্বপ্নে আপন স্ত্রীকে ত্বালাক প্রদান করে ঃ- তবে ত্বালাক পতিত হবে কি?

কেহ যদি স্বপ্নে রুষ্ট, কোরমা, পোলাও প্রভৃতি খায়ঃ- তাহলে পেট ভরবে কি?

কেহ যদি স্বপ্নে অযু-গোসল করে ঃ- তাহলে পবিত্র হবে কি?

সুতরাং সহজ কথায় আসুন স্বপ্ন শরীয়তের দলিল নয়। বরং ৬ উছুলের প্রচলিত তাবলীগ ধর্মের নামে নতুন ইসলাম।

দ্বিতীয় আলোচনা ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং বর্ধিতকরণ, এমনকি পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ প্রভৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক একমাত্র নবীগণকে প্রদান করেছেন। মানুষ যেহেতু নবী নন কাজেই ধর্মের মধ্যে পরিবর্তনের ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। তথাপিও ভারতের ইলিয়াছ নবী না হয়েও আল্লাহ ও রাসুল কর্তৃক ৫ উছুলের ধর্মকে পরিবর্তন করে ৬ উছুল তৈরী করাটা নবুওতী দাবী করার স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

তাইতো ইলিয়াছ সাহেব বলেনঃ-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ کی تفسیر خواب میں القا ہوئی کہ

تم مثل انبیاء علیہم السّلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو-

অর্থাৎ মৌঃ ইলিয়াছ সাহেব বলেন "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার উপর স্বপ্ন যোগে এরূপ এল্‌ক্বা তথা এলহাম হয়েছে যে, হে ইলিয়াছ তুমি নবীদের মতই মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছ। (মালফুজাতে ইলিয়াছ ৫১পৃঃ)

উপরোক্ত বক্তব্যে ইলিয়াছ মিছলে আম্বিয়া বলে স্পষ্ট নবী দাবী করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এছাড়াও সে উক্ত পুস্তকের ১২৫পৃঃ বলেছে আমি ওয়ারিস সূত্রে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছি। (নাউযুবিল্লাহ)

হে মহান এদের হেদায়েত নসীব করুন।

(৭) ইসলামী তাবলীগঃ- খাঁটি মুসলমান শুধু এক প্রকারেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যারা দ্বীনে মুহাম্মাদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ইলিয়াছী তাবলীগঃ- খাঁটি মুসলমান শুধু দুই প্রকারেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যারা প্রচলিত ৬ উছুলের তাবলীগী (চিল্লায়) বের হবে এবং যারা এদেরকে সাহায্য করবে। *লক্ষ্য করুন ইলিয়াছ সাহেব বলেনঃ-

مسلمان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں- تیسری کوئی قسم نہیں- یا اللہ کے راستہ میں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں-

অর্থাৎ মুসলমান শুধু দুই প্রকারেই হয়ে থাকে। মুসলমান হওয়ার তৃতীয় কোন প্রকার নেই। যারা (প্রচলিত তাবলীগে) আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায় এবং যারা তাদেরকে সাহায্য করবে। (মালফুজাতে ইলিয়াছ ৪৭পৃঃ)

মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের মতে স্বপ্নে প্রাপ্ত প্রচলিত ৬ উছুলী তাবলীগ যারা করছেনা এবং তাদেরকে যারা সাহায্য করছে না তারা মুসলমান না। বরং তার মতে শুধু মুসলমান তারাই যারা স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগে অংশগ্রহণ করে এবং যারা এদেরকে সাহায্য করে। অর্থাৎ সে তার আবিস্কৃত দল ভুক্তদের ব্যতীত বাকী সকল মুসলমানকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করেছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ছাহেবে শরীয়ত নবীয়ে মাওলা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হতে ছাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহীদীন এমনকি ইলিয়াছ সাহেবের পিতাও স্বপ্নে প্রাপ্ত ৬ উছুলের তাবলীগ পাননি, তবে তাদের কি উপায় হবে? তারা কি মুসলমান নয়? (নাউযুবিল্লাহ)

ইলিয়াছ সাহেবের মতে, ইলিয়াছ সাহেব এবং তাঁর দলবলের মতাদর্শের বাহিরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলমানই মূলতঃ মুসলমান নয়। যে কারণে তারা কাফেরদের পরিবর্তে মুসলমানকে অমুসলিম ধারণা করে অলিগলিসহ মসজিদে মসজিদে তাবলীগ করে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, তাবলীগ করা হয় কাফেরের নিকট এবং তা'লিম দেয়া হয় মুসলমানদের নিকট। কিন্তু তাদের তাবলীগ হচ্ছে মুসলমানের মসজিদে মসজিদে। হে বেকুফ সম্প্রদায়! তাবলীগ কি মুসলমানের নিকট করা হয়? মসজিদে কি কাফের তথা হিন্দু, খ্রিষ্টান বাস করে? মসজিদগুলো কি বিধর্মীদের গির্জা মন্দির? (নাউযুবিল্লাহ)

প্রমাণাদি সহ উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা সূর্যের মত পরিস্কার হয়ে গেল যে, ভারতের ইলিয়াছ কর্তৃক স্বপ্নে প্রাপ্ত ৬ উছুলী তাবলীগ সম্পূর্ণ মনগড়া ও কোরআন হাদীছ বহির্ভূত। এদের অবস্থা হল মধুর লেবেল ভিতরে বিষ। এরা কাদিয়ানী ও রাফেজীদের থেকেও নিকৃষ্ট মুনাফিক।

হে নিরীহ মুসলমান ভাইগণ! এদের কালোগ্রাস হতে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করুন।

মৌঃ ইলিয়াছ কর্তৃক প্রবর্তিত ছয় উছুলী প্রচলিত তাবলীগ জামাআতের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকগণের পুস্তক সমূহ পড়ুনঃ-

(১) নেত্রকোণা হতে প্রকাশিত গাজী আল্লামা আকবর আলী রেজভী, সুন্নী আল্-ক্বাদেরী সাহেব কর্তৃক রচিতঃ- স্বপ্নে পীরালীর ইতিহাস।

(২) কুমিল্লা হতে প্রকাশিত আল্লামা আবেদ শাহ্, সুন্নী আল্ ক্বাদেরী কর্তৃক রচিতঃ- প্রচলিত তাবলিগ বিষয়ক কিতাব সমূহ।

(৩) ঢাকা হতে প্রকাশিত মাওলানা হারিছুর রহমান সাহেব কর্তৃক রচিত"তাবলীগ সমাচার"।

(৪) নোয়াখালী হতে প্রকাশিত মাওলানা আবুল কাসেম রেজভী সাহেব কর্তৃক রচিত "তাবলীগ জামাতকে একশত জিজ্ঞাসা "।

(৫) ঢাকা হতে প্রকাশিত মৌলভী সূফী হাবীবুর রহমান এম এ কর্তৃক "ইসলাম ও বেদআত"।

(৬) কুমিল্লা হতে প্রকাশিত হাফেজ মঈনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত "তাবলীগ দর্পণ"

এছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে আরবী-উর্দ্দু ও বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছয় উছুলের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে অনেক পুস্তকাদী রয়েছে। যাতে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ স্পষ্ট ভেসে উঠেছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত আক্বীদা সমূহের পরিণতি

বর্ণিত আক্বীদা সমূহ ছাড়াও ঐ সমস্ত ফেরকাগুলোর আরো অসংখ্য কুফুরী আক্বায়েদ রয়েছে। যে কারণে মক্কা মোয়াজ্জামা, মদিনা তাইয়্যোবা, হিন্দ, চীন্দ, বাঙ্গাল, পাঞ্জাব, বার্মা, মাদ্রাজ, গুজরাত, কাট ইয়াওয়ার, বেলুচিস্তান, চরহদ এবং এতদভিন্নও বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে এজাম ঐ সমস্ত ফেরকার লোকদেরকে পরিস্কার কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া প্রদান করেছেন।

উক্ত দলগুলোর কুফুরীর কারণে কাফের ও মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া-হুসসামুল হারামাইন এবং আচ্ছাওয়ারিমুল হিন্দিয়া নামক কিতাবদ্বয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

মুসলমানকে মুসলমান জানা এবং কাফেরকে কাফের জানা ধর্মের গুরত্বপূর্ণ একটি অংশ, যদিও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে ইয়াক্বীনের সাথে বলা যায়না যে, তার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়েছে না কুফুরীর উপর হয়েছে।

যেহেতু সে সময় (মৃত্যুর সময়) ঈমানের সাথে মৃত্যু হল না কুফুরীর সাথে মৃত্যু হল সে বিষয়ে শরীয়তের কোন দলিল নেই, কিন্তু এ কথার দ্বারা স্পষ্ট কাফেরকে কাফের বলা যাবেনা একথা বুঝায়না (কারণ কাফের কাফের হয়না বরং কাফের তওবা করে মুসলমান হতে পারে। সুতরাং কোন মুসলমানের মধ্যে স্পষ্ট কুফুরী পাওয়া গেলে বা কুফুরীতে লিপ্ত থাকলে তাকে ক্বেতয়ী বা স্পষ্ট কাফের বলা হবে) কারণ যে ব্যক্তি স্পষ্ট কুফুরী করেছে সে কাফের হয়েছে। ক্বেতয়ী কাফের বা স্পষ্ট কাফেরের কুফুরীর মধ্যে সন্দেহকারী ব্যক্তিও কাফের হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত)

কতেক নামধারী অজ্ঞ আলেম বলে থাকে যে, আহলে কেবলা বা যে সমস্ত মুসলমান কেবলার দিকে নামাজ পড়ে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না, চাই সে যে আক্বীদাই রাখুক বা সে যাই করুক না কেন। মনে রাখতে হবে এ সমস্ত ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। বরং বিশুদ্ধ মত হল এ যে, যখন আহলে কেবলা বা নামাজীর মধ্যে কুফুরীর কোন আলামত বা চিহ্ন পাওয়া যাবে বা তার দ্বারা কুফুরীর কোন সমর্থন প্রকাশ পাবে, তখন তাকে স্পষ্ট কাফের বলা যাবে। এ মর্মে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহিল বারী শরহে ফিকহে আকবরের ১৮৯ পৃষ্ঠায় বলেনঃ-

اِنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ تَكْفِيْرِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ اَنَّهٗ لَايُكَفِّرُ مَالَمْ يُوْجَدْ شَيْئٌ مِّنْ اِمَارَاتِ الْكُفْرِ وَعَلَامَاتِهٖ وَلَمْ يُصَدِّرْ عَنْهُ شَيْئٌ مِّنْ مُّوْجِبَاتِهٖ

অর্থাৎ- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট কোন আহলে কেবলা বা নামাজীকে কাফের বলা যাবেনা, এর অর্থ হল, আহলে কেবলাকে কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে কেবলা থেকে কুফুরীর কোন আলামাত বা চিহ্ন পাওয়া না যাবে এবং আহলে কেবলা থেকে কুফুরী মূলক কোন কথায় বা কর্মে সমর্থন প্রকাশ না হবে।

উল্লেখিত দলিলের দ্বারা প্রমাণ হলো, নামাজী তথা মুসলমানকে কাফের বলা যাবে, যখন তার মধ্যে কুফুরী পাওয়া যাবে। কিন্তু কুফুরী

পাওয়া না গেলে কাফের বলা যাবে না।

জগৎ বিখ্যাত শামী নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৩৯৩পৃঃ বর্ণিত যে,

لاَ خِلاَفَ فِىْ كُفْرِ الْمُخَالِفِ فِىْ ضَرُوْرِيَّاتِ الْاِسْلَامِ وَ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمَوَاظِبِ طُوْلُ عُمْرِهٖ عَلَى الطَّاعَاتِ كَمَا فِىْ شَرْحِ التَّحْرِيْرِ

অর্থাৎ- ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের অস্বীকার কারী ইমামগণের সর্বসম্মতি ক্রমে কাফের। যদিও সে আহলে কেবলা বা মুসলমান। এমন কি তার দীর্ঘ জীবন বা সারাটি জীবন নিয়মিত ভাবে ধর্মীয় কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কাফের। এ বর্ণনা শুরহুত তাহরীরের মধ্যেও রয়েছে।

জগৎ বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীর তৃতীয় খন্ডের ৩০০ পৃষ্টায় বর্ণিত, ইমাম আবু ইউছুফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কিতাবুল খারাজ এর মধ্যে বর্ণনা করেন যে,

اَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ سَبَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوْ كَذَّبَهٗ اَوْ عَابَهٗ اَوْ تَنَقَّصَهٗ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ تَعَالٰى وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهٗ۔

অর্থাৎ কোন আহলে কেবলা বা মুসলমান ব্যক্তি যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে গালি দেয় অথবা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তথা মিথ্যাবাদী বানায় অথবা তাঁর প্রতি কোন দোষ আরোপ করে বা দোষী বানায় অথবা তাঁর শান-মানকে ঘাটায় বা খাট করে তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহর সাথে কুফুর কারী হিসেবে কাফের হবে এবং সে ব্যক্তির বিবি তালাক হয়ে যাবে।

উপরোক্ত দলিল সমূহের দ্বারা প্রমাণ হলো মুসলমানী তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, টুপি, দাঁড়ি, পাগড়ী প্রভৃতি আমল, জীবন ভর

করে আসলেও কাফের হয়ে যাবে, যদি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করে বা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বেয়াদবী, অবহেলা ও অনাস্থা প্রদর্শন করে।

জ্ঞানী বর্গের চিন্তার বিষয় যে, ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম। কারণ তাঁর দ্বারাই ধর্মের তথা নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত প্রভৃতির বাস্তবায়ন এবং প্রকাশ, তাঁর খাতিরেই আদম হতে ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীগণ এবং প্রত্যেক নবীগণের নবুওতের এবং ধর্মের প্রকাশ ও সৃষ্টি হয়েছে।

উপরন্তু-আল্লামা রুমী বলেন

اَصْلِ اِیْمَان رُوْحِ قُرْاٰن مَغْزِ دِیْن هَسْتِ حُبِّ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِیْن

অর্থাৎ- ঈমানের মূল, কোরআনের রূহ, ধর্মের মগজ, অগণিত আলমের রহমত নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

এমতাবস্থায় যিনি ঈমানের মূল কোরআনের রূহ, ধর্মের মগজ, নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ধর্মের জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিনা? তাঁর প্রতি বেয়াদবি, গোস্তাকী বা তাঁর খতমে নবুয়তসহ অন্যান্য গুণাবলীকে অস্বীকার করার দ্বারা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার বা বেয়াদবি, গোস্তাকী করা হল কি না? কারণ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে অন্যতম।

পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল বহু ওয়াহাবী, খারেজী, দেওবন্দী ও মওদুদী মার্কা নামধারী আলেম নবীয়ে মাওলা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে অমার্জিত ভাষায় গাল মন্দসহ মিথ্যা ও অপবাদ সম্বলিত বই-পুস্তক প্রচার করে বেড়াচ্ছে। যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

হে আল্লাহ এদের বিষাক্ত ছোবল থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন।

ঈমান রক্ষায় কুফুরীর পরিচিতি

দস্তুরুল কুযাত নামক কিতাবে ফতোয়ায়ে খুলাসা কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে যে, কোন মুমিন ব্যক্তির মাঝে কুফুরীর একাধিক অবস্থা যদিও পাওয়া যায়, তথাপিও তাকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। কেননা হতে পারে অজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণে শুধু মাত্র কুফুরী শব্দ উচ্চারণ হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য কুফুরী নয়।

তবে কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কুফুরী মূলক বাক্য বা উক্তি প্রকাশ করে, তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে। এতে কুফুরকারীর নিয়ত, অজ্ঞতা ও অন্যান্য দিক লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই এবং তাবিল বা যুক্তি ও আপত্তিরও সুযোগ নেই। যেহেতু হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম স্বয়ং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তিনি পূর্বাপর ধর্ম ও সৃষ্টির মূল ।

উল্লেখ্য যে, ফতোয়ার প্রশ্নে মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝা আবশ্যক। তাই অজ্ঞতা বা অন্য কোন কারণে কারো থেকে কুফুরী পরিলক্ষিত হলে তাকে কুফুরী ফতোয়া না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ হিসেবে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটা কুফুরী। জানার পরও কুফুরী পরিলক্ষিত হলে কুফুরী ফতোয়া প্রযোজ্য হবে।

১নং ফতোয়াঃ- যদি কোন মুসলমান কোরআনুল ক্বারীমকে মানব রচনা বলে অথবা কুফুর ও ঈমানকে এক বরাবর জানে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

২নং ফতোয়াঃ- কেহ কোরআন শরীফের কোন আয়াতকে অস্বীকার করলে অথবা ঠাট্টা করলে অথবা কোন আয়াতের আয়েব (দোষ) বর্ণনা করলে কাফের হবে।

৩নং ফতোয়াঃ- ঠাট্টা ও কৌতুক ভরে মানুষের কথার স্থানে কোরআনুল ক্বারীমের আয়াত ব্যবহার করলে কাফের হবে। যেমন- কেহ বলল তুমি কুলহু আল্লাহ, চামড়া খুলে নিয়েছ অথবা ক্ষুধায় আমার পেট কুলহু আল্লাহ পড়ছে অথবা তুই ইন্না আতাইনা ছুরার চেয়েও খাট অথবা ওয়া কানা মিনাল কাফেরীন (অর্থ অন্ধরা সবাই কাফের) অথবা আলক্বারিয়াতু মালক্বারীয়া অর্থাৎ কারিয়া বা লুট করে মাল নেয়া আল্লাহ কোরআনে বলেছেন প্রভৃতি উক্তি সমূহ কুফুরী।

৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে, জামাআতের সাথে নামাজ আদায় কর। এতদশ্রবণে যদি বলে اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى (ইন্নাস সালাতা তানহা) অর্থ নিশ্চয়ই নামাজ বাধা প্রদান করে, তবে সে কাফের হবে। কেননা সে আল কোরআনের আয়াতের সাথে বিদ্রূপ করেছে। অনুরূপ ভাবে কোরআনুল ক্বারীমের কোন অংশকে বিদ্রূপ অর্থে ব্যবহার করা কুফুরী।

৫নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ ঈমানদার হওয়া সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে কাফের হবে এবং আল্লাহ পাকের কোন নাম গুণ বা হুকুমের প্রতি জেনে বুঝে বিদ্রূপ করলে অথবা জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয়ের বিষয়কে অস্বীকার করলে কিংবা তাঁর শরীক, সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতি স্থির করলে অথবা তাঁকে অজ্ঞান ও অক্ষম বলে ধারণা করলে কাফের হবে ।

৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে স্বয়ং আল্লাহও যদি এ কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন তবুও আমি করব না, তবে সে কাফের হবে।

৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার নিকট আল্লাহর চেয়েও অধিক প্রিয়, তবে সে কাফের হবে।

৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বিবির সঙ্গে ঝগড়ায় পরাজয় হয়ে বলে, আমি কি করে তোমার সাথে পারব স্বয়ং আল্লাহ তোমার সাথে পারে না, তবে সে কাফের হবে ।

৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে উপরে আল্লাহ আর জমিনে তুমি বা অমুক ব্যক্তি অথবা এরূপ বলে যে, আগে আল্লাহ পাছে তুমি, তবে সে কাফের হবে।

১০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি আল্লাহকে জালেম বলে অথবা বলে যে, আল্লাহ তুমি আমার উপর জুলুম করো না, তবে সে কাফের হবে।

১১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি তার দুশমনকে বলে যে, আমি আল্লাহর হুকুম মত কাজ করি অতঃপর দুশমন উত্তরে বলে যে, আমি খোদার হুকুম বুঝি না অথবা এখানে খোদার হুকুম চলবে না, তবে সে কাফের হবে।

১২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে যে, তুমি যাও এবং খোদার সাথে লড়াই কর, তবে সে কাফের হবে।

১৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে তুমি এমন কাজ করিওনা, আল্লাহ

তোমাকে দোযখে দিবে, প্রতি উত্তরে সে যদি হেলা তাচ্ছিল্যের সাথে বলে যে, আমি দোযখের আযাবকে ভয় করি না, তবে সে কাফের হবে।

১৪নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি যদি দু'জাহানের খোদাও হও তবুও আমি তোমার কাছ থেকে হক আদায় করে ছাড়ব, তবে সে কাফের হবে।

১৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি খোদার প্রতি বখিলী ও জুলুম প্রভৃতি দোষারোপ করে তবে সে কাফের হবে।

১৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি সন্দেহ করে বলে যে, আল্লাহ যদি রোজ ক্বিয়ামতে হক ইনসাফ (বিচার) করেন, তবে আমি বিচার পাব, তবে সে কাফের হবে।

১৭নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি বলে খোদা তুমি আমার প্রতি রহম করতে বখিলী করো না, তবে সে কাফের হবে।

১৮নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি কাউকে গুণাহের কাজ করতে দেখে বলে যে, তুমি খোদাকে ভয় করনা? উত্তরে যদি সে বলে যে, না, তবে সে কাফের হবে।

১৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি মিথ্যা কথা বলে আর অন্য ব্যক্তি যদি বলে যে, খোদা তোমার মিথ্যা কথার বরকত দান করুক, তবে সে কাফের হবে।

২০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে ইনশা-আল্লাহ্ তুমি এ কাজ কর, প্রতি উত্তরে যদি সে বলে আমি ইনশা-আল্লাহ্ ছাড়াই এ কাজ করব, তবে সে কাফের হবে।

২১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি পীড়িত অথবা দরিদ্র অবস্থায় পতিত হয়ে বলে যে, যখন দুনিয়ায় সুখ-শান্তি হলনা তবে কেন আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করল? এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক মুফতীগণের মতে কাফের না হলেও শক্ত গুণাহ্গার হবে।

২২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি দরিদ্রতার কবলে পরে বলে যে, অমুক লোকটি আল্লাহর বান্দা সে এত ধন সম্পত্তির অধিকারী আমিও তাঁর বান্দা, আমার এত দুঃখ কষ্ট এটা কি খোদার সুবিচার? তবে সে কাফের হবে।

২৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে খোদার কসম আর তোমার মাথার কসম অথবা তোমার জানের কসম, তবে কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

২৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বিপদে পড়ে বলে যে, খোদা তুমি আমার টাকা-কড়ি কেড়ে নিলে, আমার সন্তান কেড়ে নিলে ,আমার অমুক অমুক বস্তু সমূহ কেড়ে নিলে আর তুমি কি-ইবা করবে, তবে সে কাফের হবে।

২৫নং ফতোয়াঃ- কোন ব্যক্তি বিবাহ করার সময় শরীয়তের স্বাক্ষীদ্বয় উপস্থিত ব্যতীরেকে যদি বলে যে, আমি আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকেই স্বাক্ষী রাখলাম, তবে সে কাফের হবে।

২৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আজাব, নেকী-বদী ওজন করার মিজান, পুলছেরাত, আমল-নামা ও আল্লাহর দীদার অবিশ্বাস করে কিংবা তকদীর অথবা মৃত্যুর পর জিন্দা হওয়াকে অবিশ্বাস করে, তবে সে কাফের হবে।

২৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে যে, আল্লাহ চারজন বিবি হালাল করেছেন, কিন্তু আমি তা পছন্দ করিনা, তবে সে কাফের হবে।

২৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কারো উপর যুলুম করে আর মজলুম যদি বলে হে আল্লাহ তুমি এর তওবা কবুল করো না। আর তুমি যদি করই তবে আমি কবুল করব না, তবে সে কাফের হবে।

২৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি রমজান মাসের আগমণে বলে যে, কি মছিবত মাথায় আসল, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

৩০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে যে, আল্লাহ তোমার কসম ও তোমার পায়ের কসম তবে কাফের হবে। কেননা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ পাকের হাত, পা আছে এ ধারণা করা আল্লাহ্ পাকের বেমিছাল শানের পরিপন্থী যেহেতু তাঁর সাথে কোন বা কারও তুলনা নেই।

৩১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে অমুক ব্যক্তি যদি নবী হয় তবুও আমি তার উপর ঈমান আনব না অথবা আল্লাহ্ যদি আমাকে নামাজের জন্য আদেশ করেন তবুও আমি নামাজ আদায় করব না। অথবা ক্বিবলা যদি অমুক দিকে হয় তবে আমি নামাজ আদায় করব না। এ সমস্ত বক্তব্যে কাফের হয়ে যাবে।

৩২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আল্লাহ পাকের হুকুম তো এরকম। এতদ শ্রবণে অন্যজন বলল, খোদার হুকুম আমি কি জানি? তবে সে কাফের হবে।

৩৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন মাছআলা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করে অতঃপর উত্তর দাতা বলে এ বিষয়ে ঈমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। তারপর প্রশ্নকারী যদি আবারও বলে যে, তাহলে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে? উত্তর দাতা যদি বলে হ্যাঁ এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে তবে উভয়ে কাফের হয়ে যাবে।

৩৪নং ফতোয়াঃ- আল্লাহ্ পাকের রহমত হতে নৈরাশ হওয়াও কুফুরী।

৩৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাকের খাদেম হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমাকে গালি দেয় তবে কাফের হবে।

৩৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ব্যাপারে ঠাট্টা করে অথবা গালি দেয় অথবা মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর শান-মান খাট করতে চেষ্টা করে অথবা তাঁর সাথে কোন প্রকারের দুশমনি রাখে তবে কাফের হবে।

৩৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে শেষ নবী বলে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হবে।

৩৮নং ফতোয়াঃ- যে অভিশপ্ত ব্যক্তি সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে গালি দিবে বা তাঁর এহানাত করবে অথবা তাঁর ধর্মীয় কোন ব্যাপারে বা তাঁর সুরত মুবারকের অথবা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কোন আয়েব বর্ণনা করবে, তাহলে সে ব্যাক্তি চাই মুসলমান হোক বা যিম্মী বা হরবী হোক চাই রসিকতা মূলক বলে থাকুক কাফের হয়ে যাবে। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু একথার উপরও উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুছ ছালাম এর যে কোন একজনের শানেও যদি কেহ বেয়াদবি করে বা তাঁকে হালকা মনে করে তবে তা কুফুরী হবে। বেয়াদবি কারী চাই হালাল মনে করে করুক বা হারাম মনে করে থাকুক।

৩৯নং ফতোয়াঃ- রাফিযীদের ন্যায় কেহ যদি বলে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া ছাল্লাম দুশমনদের ভয়ে আল্লাহর কোন কোন বিধান মানুষের কাছে পৌঁছাননি, তবে কাফের হবে।

৪০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন পয়গাম্বরকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হবে।

৪১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর কোন সুন্নাতকে অস্বীকার করে বা অবজ্ঞাভরে কোন সুন্নাত অপছন্দ করে, তবে কাফের হবে।

৪২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর চুল মোবারককে অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দ্যেশে মোবারক শব্দটি যোগ না করে শুধু চুল, হাত, মুখ প্রভৃতি বলে, তবে কাফের হবে।

৪৩নং ফতোয়াঃ- কেহ কাউকে বলল তোমার গোঁফ ছোট করে নাও, কেননা তা সুন্নত, উত্তরে যদি সে ব্যক্তি অবজ্ঞাভরে বলে আমি তা করব না, তবে সে কাফের হবে।

৪৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কারো গায়ে ছুন্নতী লম্বা জামা দেখে ঠাট্টা করে বলে আলাম তারা বা এ জাতীয় আয়াতে কারীমা ও শব্দ উচ্চারণ করে, তবে কাফের হবে।

৪৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কারো লম্বা দাঁড়ি দেখে ঠাট্টা করে, সাইন বোর্ড বা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে, তবে কাফের হবে।

৪৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ঠাট্টা ভাবে ছুন্নতকে হেয় করার জন্য বলে ঈমান অন্তরের মধ্যে, দাঁড়ির মধ্যে কি ঈমান আছে? তবে সে কাফের হবে।

৪৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম লাউ পছন্দ করতেন। এতদ শ্রবণে এক ব্যক্তি অবজ্ঞা ভরে বলল, আমি তা পছন্দ করি না, তবে সে কাফের হবে।

৪৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে সুন্নাত কি কাজে আসবে অথবা বলে যে, রেখে দাও তোমার সুন্নাত বা রেখে দাও তোমার শরীয়ত, তবে সে কাফের হবে।

৪৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি সামান্য বোধ করে কোন ছুন্নতকে সর্বদা ছেড়ে দেয় কিংবা ঘৃণা বশতঃ তা ত্যাগ করে, তবে সে কাফের হবে।

৫০নং ফতোয়াঃ- নখ কাটা সুন্নাত এ কথা শুনে অন্য জন যদি বলে, যদিও সুন্নাত হয়, তবুও আমি করব না অথবা বলে সুন্নাত কি কাজে আসবে ? তবে সে কাফের হবে।

৫১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন নেককার লোককে ফাসেক ফাজেরদের মজলিশের দিকে ইশারা করে বলে যে, এসো দেখে নাও মুসলমানী

কাকে বলে, তবে সে কাফের হবে।

৫২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে, আমি যদি মুসলমান হই, এ কথা শুনে অন্যজন বলল তোমার উপর এবং তোমার মুসলমানীর উপর লানত, তবে সে কাফের হবে।

৫৩নং ফতোয়াঃ- নিজের বা অপরের জন্য কুফুরী কামনা করা কুফুরী।

৫৪নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি বলে আমার সাথে শরীয়তের পথে চল।

এতদ্শ্রবনে অন্যজন যদি বলে আমাকে নিতে হলে সিপাহী নিয়ে এসো, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৫৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি অপরজনকে বলে, চল! অমুককে আমর বিল মা'রূফ তথা সৎকাজের আদেশ করি। এতে দ্বিতীয় জন যদি বলে সে আমার কে যে, তাকে আমর বিল মা'রূফ করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হবে। কেননা সে একটি ফরজকে এহানত করেছে।

৫৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে ঈমান কি? প্রতি উত্তরে যদি বলে জানিনা, তবে সে কাফের হবে।

৫৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি শরীয়তকে বা শরীয়তের কোন বিষয়কে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হবে।

৫৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আমি ইসলাম ও তাঁর গুণাবলী জানিনা, তবে সে কাফের হবে।

৫৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আমার আক্বীদা ফেরাউন ও শয়তানের আক্বীদার মত তবে সে কাফের হবে।

৬০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি শরীয়তের ফায়সালাহ অনুযায়ী আপন হক দাবী করে বলে যে, শরীয়তের ফায়সালা তো এরকম। এতে অপর ব্যক্তি যদি সজোরে প্রত্যাখ্যান করে বলে শরীয়তের জন্য বুঝি এ কাজ? এতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কেননা এখানে শরীয়তকে অবজ্ঞা করা হল।

৬১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি গুণাহের কাজ করার সময় ঠাট্টা করে বলে যে, আমি মুসলমানী প্রকাশ করছি, তবে সে কাফের হবে।

৬২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি তায়াম্মুম কারীকে দেখে হাসে, তবে সে শরীয়তের সংবিধানকে হেয় করে দেখার কারণে কাফের হবে।

৬৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ইসলাম ধর্মের সাথে অন্য কোন মানব রচিত ধর্মকে তুলনা করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমনঃ- হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা।

৬৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি শরীয়তের বিধানকে আযাব মনে করে, তবে সে কাফের হবে। যেমনঃ অনেকেই রমজানের রোজা, শীতের সেহরী, আল্লাহর পথে প্রকাশ্য জেহাদ প্রভৃতিকে আযাব মনে করে। এগুলোও সে মাসআলার শ্রেণীভুক্ত।

৬৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ক্বিবলার দিক ব্যতীত ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে, তবে সে কাফের হবে।

৬৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আদম আলাইহিছ ছালাম গন্দম না খেলে আমরা আজ হতভাগ্য হতাম না, তবে সে কাফের হবে।

৬৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে হযরত আদম আলাইহিছ ছালাম কাপড় বানাতেন অতএব আমরা সকলেই জোলার সন্তান, তবে সে কাফের হবে।

৬৮নং ফতোয়াঃ- কেহ কাউকে বলল তুমি নামাজ পড়, প্রতি উত্তরে অবজ্ঞা ভরে বলল আমি কখনও নামাজ পড়ব না, তবে সে কাফের হবে। যেমনঃ কেউ কাউকে বলল, তুমি নামাজ পড় আর উত্তরে সে বলল নামাজ পড়া আর না পড়া একই কথা। অথবা বলল এত নামাজ পড়লাম যে, অন্তর অস্থির হয়ে পড়েছে, অথবা বলল নামাজ কোন কাজে লাগে? অথবা বলল অনেক নামজইতো পড়লাম কিন্তু কোন লাভতো হল না। অথবা বলল তুমিই বা এত নামাজ পড়ে কি করলে? প্রভৃতি বাক্য সমূহ কুফুরী।

৬৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিনা অজুতে অথবা নাপাক শরীরে কিংবা নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে তবে সে কাফের হবে।

৭০নং ফতোয়াঃ- স্পষ্ট হারামকে হালাল জানলে বা স্পষ্ট হালালকে হারাম জানলে অথবা কোন ফরজকে ফরজ বলে অস্বীকার করলে কাফের হবে।

৭১নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি হারাম বস্তু খাবার কালে বিছমিল্লাহ বলে তবে কাফের হবে এবং হায়েজের সময় স্ত্রী সহবাসকে হালাল জানলে কাফের হবে।

৭২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ঠাট্টা বিদ্রূপ, কৌতুক বা অবজ্ঞা ভরে মুখ থেকে কুফুরী শব্দ বের করে তবে সে কাফের হবে।

৭৩নং ফতোয়াঃ- কাফেরদের হোলী দেওয়ালি পুজাতে আমোদ ফুর্তি দেখে কেহ যদি বলে, এটা অতি সুন্দর প্রথা তবে কাফের হবে। (যা মুসলমানী প্রথার উপর প্রধান্য দেওয়া হল)

৭৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন ঈমানদার বা মুসলমাকে কাফের বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৭৫নং ফতোয়াঃ- এক ব্যক্তি কুফুরী মূলক কথা বলল দ্বিতীয় ব্যক্তি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে হাস্য করল, এ ক্ষেত্রে উভয়েই কাফের হয়ে যাবে।

৭৬নং ফতোয়াঃ- গুণাহ্ ছোট হোক আর বড় হোক হালাল জানলে কাফের হবে।

৭৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ইনকার, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য করে নামাজ ত্যাগ করে তবে কাফের হবে। আর যদি শৈথিল্য বশতঃ হয়, তবে কাফের হবে না বরং গুণাহগার হবে।

৭৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর কাফের হয়ে যাবে বলে ইচ্ছা করে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই কাফের হয়ে যাবে।

৭৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আমি ছাওয়াব ও আজাবের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট, তবে সে কাফের হবে।

৮০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে যতক্ষণ হারাম রুজী পাব তো হালালের কাছে কেন যাব, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৮১নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি রুগ্নাবস্থায় বলে, চাই আমার কাফেরের মৃত্যু হোক, চাই মুসলমানের মৃত্যু হোক, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে কুফুরীর মৃত্যুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

৮২নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি আযান দিচ্ছে এমতাবস্থায় অন্যজন এ আজান শুনে বলল যে, তুমি মিথ্যা বলছ, তবে কাফের হবে। কেননা আজানের প্রতি এহানত করা হয়েছে।

৮৩নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি একজনকে বলে তুমি কাফের হয়ে গেছ। আর সে ব্যক্তি উত্তরে বলল আমারও তাই ধারণা, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৮৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি এরূপ বলে যে, নামাজ-রোজা থেকে খেলা-ধূলাতো আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে সুতরাং নামাজ-রোজা করার মত সুযোগ কোথায়? তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৮৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি এরূপ বলে যে, তুমি কিছু দিন নামাজ থেকে বিরত থেকে দেখে নাও বেনামাজির মাঝে কত মজা ! তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৮৬নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি এমন কামনা করে যে, যিনা বা নাহক্ব, হত্যা যদি হালাল হত তবে কতইনা ভাল হত, তবে এরূপ কামনাকারী কাফের হয়ে যাবে।

৮৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ছগীরা গুণাহ করে এবং অন্য কেহ তাকে তওবা করার জন্য বলে, এতে সে যদি বলে আমি এমন কি করেছি যার জন্য তওবা করতে হবে, তবে সে কাফের হবে।

৮৮নং ফতোয়াঃ- কোন কাফের শরাব পান করছে, এমতাবস্থায় তার কোন আত্মীয় তথায় উপস্থিত হয়ে তাকে টাকা প্রদান করল অথবা সবাই তাকে মোবারকবাদ জানালো, তাহলে উভয় অবস্থাতে সকলেই কাফের হয়ে যাবে।

৮৯নং ফতোয়াঃ- কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন অমুসলিম সুন্দরী নারীকে দেখে বলে আহ্ আমি যদি তার ধর্মাবলম্বী হতাম, তাহলে তাকে বিবাহ করতে পারতাম, তবে কামনাকারী কাফের হয়ে যাবে।

৯০নং ফতোয়াঃ- কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে বলে, তোমার সাথে বসবাস করার চেয়ে কাফের হয়ে যাওয়া উত্তম, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে স্বামীর অবাধ্য হয়েছে আর স্বামীর বাধ্য থাকা ফরজ। যেহেতু মহিলা এ ক্ষেত্রে কুফুরকে ফরজের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

৯১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি মদ বা যিনা করার শুরুতে বিছমিল্লাহ বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৯২নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ কোরআন ও হাদীসের বিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৯৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ইহ ও পর জগতের স্পষ্ট কোন কারণ ব্যতীত কোন আলেম বা ফকীহকে গালি দেয় তবে সে কাফের হবে।

৯৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে, ইলমের মজলিশের সাথে আমার কি আবশ্যক? কিংবা বলে যে, আলেমগণ যা বলে তা পালন করার ক্ষমতা কার আছে? তবে সে কাফের হবে।

৯৫নং ফতোয়াঃ- কোন ফকীহ বা আলেম, ইলম বা হাদীছের কথা বর্ণনা কালে কেহ যদি বলে, এ কথা কি কাজে আসবে? টাকার প্রয়োজন, বর্তমান যুগে টাকাই মানুষের মান-সম্মান লাভ হয়, এমন ইলম কি কাজে আসবে? তবে সে কাফের হবে।

৯৬নং ফতোয়াঃ- কেহ কোন ফতোয়া দেখে যদি বলে, তুমি এটা কিসের ফতোয়ার হুকুমনামা নিয়ে এসেছ? সে যদি শরীয়তকে তুচ্ছ ও হালকা মনে করে বলে থাকে, তবে সে কাফের হবে।

৯৭নং ফতোয়াঃ- কোন কাফের ব্যক্তি যদি একজন ওয়ায়েজকে বলে, আমাকে ইসলাম শিখিয়ে দিন, যাতে আমি আপনার হাতে মুসলমান হতে পারি। সে লোকটি উত্তরে বলল, এখন ক্ষান্ত কর এবং অমুক কাযী বা আলেমের কাছে অথবা অমুক দিন মাহফিলে গিয়ে মুসলমান হয়ে যেও, তবে সে ওয়ায়েজ কাফের হয়ে যাবে।

৯৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে উলামায়ে দ্বীনের কাজ এরকম, কাফেরদের কাজও এরকম, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৯৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন মদের আড্ডায় ওয়ায়েজ এর মত মঞ্চে বসে ওয়াজ করাকে বিদ্রূপ করে, হাসি ঠাট্টার কথা বলে এবং শ্রোতারাও তা শ্রবণ করে হাসা-হাসি করে তবে সকলেই কাফের হয়ে যাবে।

১০০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন উঁচু স্থানে বসে থাকে এবং মানুষ ঠাট্টা স্বরূপ তার কাছ থেকে মাছআলা জিজ্ঞাসা করে, আর সেও ঠাট্টা করে উত্তর দিতে থাকে এমতাবস্থায় সকলেই কাফের হবে।

১০১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে যে, তুমি যদি দ্বীনি ইলমের বা নছিহতের মজলিসে যাও, তবে তোমার স্ত্রী ত্বালাক হয়ে যাবে অথবা তোমার জন্য তোমার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে, তবে বক্তা কাফের হয়ে যাবে।

১০২নং ফতোয়াঃ- কোন মুসলমান যদি মূর্তি তৈরী করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

১০৩নং ফতোয়াঃ- যদি কোন মুসলমান বিধর্মীদের নিরোজ বা অষ্টমী জাতীয় অনুষ্ঠানাদীতে এমন কোন বস্তু ক্রয় করে যা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন জীবের আকৃতিতে কোন খাদ্য সামগ্রী বা খেলার সামগ্রী ক্রয় করা।

১০৪নং ফতোয়াঃ- কতেক ফকীহ্গণের মতে কেহ যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বছর আল্লাহর ইবাদত করে অতঃপর সে অমুসলিমদের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, তবে তার ৫০ (পঞ্চাশ) বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফের হয়ে যাবে।

১০৫নং ফতোয়াঃ- কোন সাধারণ ব্যক্তি যদি গায়েব জানার দাবী করে বা কোন গণক বা ভবিষ্যৎ বক্তার কথা বিশ্বাস করে, তবে সে কাফের হবে।

১০৬নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ বলে যে, তোমার চেহারাকে আজরাঈলের চেহারার ন্যায় দুশমন জানি, তবে অধিকাংশ মুফ্তীগণের মতে কাফের হবে।

১০৭নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি জেনে বুঝে ছাওয়াব পাওয়ার আশায় হারাম বস্তু দান করে তবে কাফের হবে। আর গরীব তা হারাম জেনেও যদি তার জন্য দোয়া করে এবং দাতা আমিন! আমিন! বলে, তবে কাফের হবে।

১০৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য ত্যাগ কর, এর উত্তরে যদি বলে নগদকে বাকীর পরিবর্তে ছাড়তে পারি না, তবে সে কাফের হবে।

১০৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন পাখির আওয়াজ শুনে ভবিষ্যৎ করে যে, একজন লোক মারা যাবে, মেহমান আসবে প্রভৃতি তবে সে কাফের হবে।

১১০নং ফতোয়াঃ- আমাবশ্যা, পূর্ণিমা, গ্রহ-নক্ষত্র ও মেঘ গর্জন ইত্যাদিকে বৃষ্টি হওয়ার কারণ বলে ভবিষ্যৎ করা কুফুরী।

১১১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে আমি অমুকের স্বাক্ষী বিশ্বাস করব না। যদিও সে জিব্রাঈল বা মিকাঈল হয়, তবে সে কাফের হবে।

১১২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে এ যুগে যতক্ষণ বিশ্বাস ঘাতকতা না করি বা মিথ্যা কথা না বলি ততক্ষণ একদিন ও চলতে পারি না কিংবা বলে যে, যদি তুমি বেচা-কেনা, কাজ-কারবারে মিথ্যা কথা না বল, তাহলে রুটি বা খোরাক জুটবে না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

১১৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে মিথ্যা বলিও না, উত্তরে যদি বলে তাহলে মিথ্যা কিসের জন্য? তবে কাফের হয়ে যাবে।

১১৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে মদ খেওনা, উত্তরে যদি বলে তাহলে মদ কিসের জন্য? তবে কাফের হয়ে যাবে।

১১৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কাউকে বলে তুমি অমুকের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, তদুত্তরে যদি বলে মূর্তিকে সেজদা করব তবুও তার সাথে সন্ধি করব না, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হবে।

১১৬নং ফতোয়াঃ- কোন মদ্যপায়ী লোক যদি বলে আমাদের খুশিতে যারা খুশি, তারা খুশহালে থাকবে, তবে সে কাফের হবে।

১১৭নং ফতোয়াঃ- কোন মেয়েলোক যদি বলে আকলমন্দ স্বামীর উপর লানত, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

১১৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন জালেম বাদশাহ বা বিচারককে (জাগতিক স্বার্থে) ন্যায় বিচারক বলে আখ্যায়িত করে, তবে ইমাম আবু মানসুর মাতুরদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে কাফের হয়ে যাবে।

১১৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি এরূপ বিশ্বাস করে যে, খেরাজ বা এ জাতীয় যে সমস্ত সরকারী ভান্ডার আছে তার মালিকানা বাদশারই, তবে সে ব্যক্তি কাফের হবে।

১২০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন মেয়ে লোককে বলে, তুমি মুরতাদ হয়ে যাও, তাহলে তোমার স্বামী থেকে পৃথক হতে পারবে, তবে যে একথা শিক্ষা দিল সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এ কথার মাধ্যমে অন্যকে কুফুরী করার প্রতি উৎসাহিত করা হল এবং নিজেও কুফুরী করাকে পছন্দ করল ।

১২১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি অগ্নিপুজকদের ন্যায় টুপি পরিধান বা জামা-কাপড় পরিধান করে, কিছু সংখ্যক আলেমগণের মতে সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে।

১২২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের জন্য জানি (ব্রাহ্মনদের পৈতা) পরিধান করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

১২৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি করয্দারকে বলে যে, আমার টাকা-পয়সা দুনিয়াতে দিয়ে দাও। কেননা আখেরাতে তো টাকা-পয়সা থাকবেনা, করয্দার বলল আরও ১০টি টাকা আমাকে দিয়ে দাও, আখেরাতে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও, এতে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা একথা দ্বারা আখেরাতকে এহানত করা হল।

১২৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে বেক্কলের ডাল হলেই মেহমানী, তবে সে কাফের হবে। কেননা ৭০জন পয়গাম্বর ডালের প্রশংসা করেছেন।

১২৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি ছগীরা গুণাহ অস্বীকার বশতঃ হালাল জেনে করে কাফের হবে। কিন্তু কবীরা গুণাহকে গুণাহ জেনে করলে কাফের হবে না বরং গুণাহ হবে এবং তওবা করলে দয়াল মাওলা মাফ করে দিতে পারেন।

১২৬নং ফতোয়াঃ- যে বিষয়টি সমস্ত মুফতীগণের মতে কুফুরী মূলক তা যদি কেহ আমল করে, তবে তার সমস্ত নেক আমল কুফূরীর কারণে বিনষ্ট হয়ে যাবে, তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে, পুনরায় ঈমান গ্রহণ করতঃ বিবাহ শুদ্ধ করে নিতে হবে, নতুবা সন্তান হারামজাদা হবে। হজ্ব করে থাকলে পুনরায় হজ্ব করা ওয়াজিব হবে।

১২৭নং ফতোয়াঃ- আর যে বিষয়ে সমস্ত মুফতীগণের মতে কাফের হওয়া সমন্ধে মতভেদ আছে, কেহ যদি এরূপ মতভেদ পূর্ণ কুফুরী কথা বা কর্ম করে, তাহলে সে তওবা করে নিবে এবং কালেমা পড়ে নিবে এবং বিশুদ্ধতার জন্য বিবাহ দোহরাবে।

১২৮নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি স্বেচ্ছায় শরীয়ত সঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত কুফুরীমূলক কথা বলে এবং তার যদিও তদনুরূপ আক্বীদা না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। আর যদি কোন মূর্খ লোক কুফুরী মূলক কথা বলে থাকে কিন্তু কথাটি কুফুরী মূলক হওয়া সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকে তবে কাফের হওয়া সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ মুফতীগণের মতে সে কাফের হবেনা। কিন্তু যদি তা দ্বীনের জরুরী বিষয় হয় এবং তা যদিও না জেনে বলে থাকে তথাপিও সে ব্যক্তি কাফের হবে, কেননা কোন মুসলমানের পক্ষে দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো না জানা কোন ওজর আপত্তি হতে পারে না।

১২৯নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি নবুয়তকে সাধণা করে অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করে, তবে কাফের হবে।

১৩০নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ইলমে গায়েবকে সাধারণ ভাবে অস্বীকার করে তবে কাফের হবে।

১৩১নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ইল্‌মের (জ্ঞান) চেয়ে শয়তানের ইল্‌ম বেশী, তবে সে কাফের হবে।

১৩২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে

হেকারতের বা তাচ্ছিল্যের সাথে বড় ভাই, মানুষ, লোক, মুহাম্মদ বলে ডাকে, তবে সে কাফের হবে।

১৩৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর পাকের অসংখ্য গুণরাজীর কোন একটিকে যেমনঃ-হুজুর পাক রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফিউল মুজনেবীন, খাতামুন নাবেয়ীন প্রভৃতিকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হবে।

১৩৪নং ফতোয়াঃ- যে ব্যক্তি ধর্মের মৌলিক বিষয়ের কোন একটির কুৎসা বা অবজ্ঞা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হবে। যদিও তার অসংখ্য নেক আমল থেকে থাকে।

১৩৫নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ, নবী নয় এমন কাউকে নবী কিংবা নবীর বরাবর বা নবীর চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে সর্ব-সম্মতিক্রমে কাফের হবে।

১৩৬নং ফতোয়াঃ- যে ব্যক্তি কোন অলিউল্লাহ তথা আল্লাহর অলীকে কোন নবীর চেয়ে উত্তম বা বরাবর মনে করে, তবে সে কাফের হবে।

১৩৭নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ অবজ্ঞার সঙ্গে বলে যে, পাক-পাঞ্জাতন কোন বিষয় না, তবে সে কাফের হবে।

১৩৮নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ বলে নবীগণকে গায়েবের ইলম দেওয়া হয় নাই, তবে সে কাফের হবে।

১৩৯নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ বলে আল্লাহর জাতের মধ্যে মিথ্যা থাকা সম্ভব, তবে সে কাফের হবে।

১৪০নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ এ আক্বীদা পোষণ করে যে, হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর পরে আরো নবী আসা সম্ভব, তাহলে সে কাফের হবে।

১৪১নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি বলে নামাজের মধ্যে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ধ্যান ধারণার চেয়ে গরু-গাধার (অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর) ধ্যান ধারণা অতি উত্তম তাহলে কাফের হবে।

১৪২নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মর্যাদা বড় ভাইয়ের সমতুল্য। এর চেয়ে অধিক মর্যাদার অনুপযোগী তাহলে সে কাফের হবে।

১৪৩নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি বলে, ফেরেস্তাগণ ও নবীগণ যদিও সাক্ষী

প্রদান করে বলে যে, তোমার কাছে রৌপ্য নাই তবুও আমি বিশ্বাস করব না, তবে কাফের হয়ে যাবে।

১৪৪নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর নূর হওয়াকে অস্বীকার করে তবে কাফের হবে।

১৪৫নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর হাজির নাজির হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে কাফের হবে।

১৪৬নং ফতোয়াঃ- কেউ যদি আল্লাহর দীদার বা দর্শনকে অস্বীকার করে তবে কাফের হবে।

১৪৭নং ফতোয়াঃ- কেহ যদি কোন বাদশাহকে (বা অন্য কাউকে) ইবাদতের সেজদা করে, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে, তবে কদমবুচি বা পদচুম্বন ও হস্ত চুম্বন সুন্নত।

১৪৮নং ফতোয়াঃ- যে ব্যক্তি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম শাফায়াতকারী হওয়া ও হায়াতুন নবী হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

১৪৯নং ফতোয়াঃ- যদি কেহ এ আক্বিদা পোষণ করে যে, হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন, তবে সে কাফের হবে।

১৫০নং ফতোয়াঃ- কোন আহলে ক্বিবলা বা মুসলমান ব্যক্তি যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে গালি দেয় অথবা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করে তথা মিথ্যাবাদী বানায় অথবা তাঁর প্রতি কোন দোষারোপ করে বা দোষী বানায় অথবা তাঁর শান-মানকে ঘাটায় বা খাট করে, তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহর সাথে কুফুরী কারী হিসেবে কাফের হবে এবং সে ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রীর বিবাহের সর্ম্পক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত আক্বীদা ও কর্মাদি থেকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর খাতিরে হেফাজত করুন। আমিন।

তা'লিমুস্ সুন্নাত পরিচিতি ও মতাদর্শ।

তা'লিমুস সুন্নাতের নামকরণঃ-

تَعْلِيْمُ السُّنَّةِ (তা'লিমুস সুন্নাত) কথাটির অর্থ সুন্নাতের শিক্ষা। تَعْلِيْمُ السُّنَّةِ (তা'লিমুস সুন্নাত)কথাটির পূর্ণরূপ হল تَعْلِيْمُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (তা'লিমু আহলিছ সুন্নাতে ওয়াল জামাআত)। আর তা'লিমু আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত কথাটি আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতেরই মূখপত্র বা পরিচয়নামা। যদ্বারা আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতেরই পরিচয় জানা যায়। সে জন্যেই আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কি ও কেন? এর গুরুত্ব সম্পর্কীয় শিক্ষা বা পরিচয় দানের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে তা'লিমুস্ সুন্নাত নামকরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, যে ভাবে اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল সুন্নী জামাত, তেমনি ভাবে تَعْلِيْمُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল তালিমুস্ সুন্নাহ।

সুতরাং তালিমুস সুন্নাত বলে আমরা আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শিক্ষা তথা পরিচয়ের কথাই বলছি, যে জামাআত বা সম্প্রদায় মুক্তিপ্রাপ্ত বা বেহেস্তী। আর আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলোকে মুক্তির তা'লিম গ্রহণ ও প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য।

এ মর্মে নূরে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীমের জবান মুবারক থেকে মহান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের স্বীকৃতি ও ফজিলত বর্ণনা।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ يَّخْطُوْهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَّ رَفَعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ۔

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাবীবে খোদা মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করবেন এবং তার প্রত্যেক কদমের জন্য দশটি পূণ্য লিখবেন ও তার

দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (বাহরুর রায়েক-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ الْمُؤْمِنُ اِذَا اَوْجَبَ السُّنَّةَ وَ الْجَمَاعَةَ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ وَ قَضٰى حَوَائِجَهٗ غَفَرَلَهُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَ كَتَبَ لَهٗ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ وَ بَرَأَةً مِّنَ النِّفَاقِ۔

অর্থাৎ- হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈমানদার যখন আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়, তখন আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন, তাঁর চাহিদাগুলো পূর্ণ করেন, সকল গুণাহ মাফ করেন এবং তাঁকে জাহান্নাম ও নিফাক (মোনাফেকী) থেকে মুক্তি দান করেন। (বাহরুর রায়েক-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

সুতরাং আদিল্লায়ে আরবা তথা শরীয়তের বিশুদ্ধ দলিলাদীর দ্বারা প্রমাণ হল যে, আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র বেহেস্তী জামাআত এবং নাজাতের রাস্তা ও মুক্তির তরীক্বা বা পথ।

এভাবে যারা আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ছায়াতলে অংশ গ্রহণ করেছে, তাঁদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মুক্তি সম্বলিত আনন্দের সুসংবাদ রয়েছে। যেমন দয়াময় রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে মহান আল্লাহ তার পাপ গুলোকে মোচন করে দেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তারা সেথায় অনন্ত কাল স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহা সফলতা। (সূরা ত্বাগাবুন, আয়াত-৯)

ঈমান এবং নেক আমল উভয়ের সমন্বয়েই রয়েছে সফলতা। কেননা ঈমান ও নেক আমলই হল সমস্ত অন্যায় অবিচার থেকে হিফাজতে থাকার এবং ধর্মীয় ধারায় উন্নতির মাধ্যম। যেহেতু যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমা হওয়া এবং চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করা উভয়টি ঈমান ও নেক আমলের উপর নির্ভরশীল। (তাফসীরে মাজহারী)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাকের উপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয় যে, তিনি করতে বাধ্য থাকবেন। তাই মহান আল্লাহ যাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের বিনীময়ে জান্নাত প্রদান করবেন, তা একান্তই আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণার মাধমেই। কারণ ঈমান ও নেক আমল দুটিই মহান রবের অশেষ কৃপায় নসীব হয়ে থাকে। (সারাংশ তাফসীরে রুহুল বয়ান) ।

সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত আয়াতে ক্বারীমার সার কথাই হল তালিমুছ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমরাঃ-

(১) আল্লাহ ও আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর প্রতি সর্বাঙ্গীন ভাবে বিশ্বাস রাখব, মানব, ভালবাসব এবং পাঁচ কালিমার উপর আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে স্বীকৃতি প্রদান করব।

(২) নামাজ পড়ব।

(৩) রোজা রাখব।

(৪) উপযুক্ত হলে হজ্ব করব।

(৫) উপযুক্ত হলে যাকাত প্রদান সহ ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করব।

আর এটাই হল তা'লিমুস সুন্নাত কর্তৃক পঞ্চবেনার তা'লিম বা শিক্ষা। এ তা'লিম হাড়ি-পাতিল, কাথা-বালিশ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে, মসজিদে মসজিদে শুয়ে-খেয়ে পালন করার নয়।

বরং সুনির্দিষ্ট পন্থায় ওয়াজের মাহফিলে, সম্মেলনে সেমিনারে, খানকাতে বা ঘরোয়া বৈঠকে এ তা'লিমের খেদমত করতে হয় ।

হে আল্লাহ তা'লিমুস সুন্নাতের তা'লিম আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী সকলের নাজাতের ব্যবস্থা হিসেবে কবুল করুন। আমিন

উক্ত তা'লিম বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমার লিখিত কিতাব "পারের তরী" পড়ুন।

মানুষ আর বিবেক!

১৯শে জুন ১৯৯৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার নেত্রকোণা শহরস্থ মহুয়া মিলনায়তনে আমার পিতা আল্লামা আকবর আলী রেজভী সাহেবের উদ্ধৃত ৬টি বিষয়ের উপর বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহাসের উদ্ধৃত বিষয়

সমূহের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আল্লামা আকবর আলী রেজভী সাহেব এবং বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন মৌঃ নুরুল ইসলাম সাহেব। উভয় বক্তব্যে সহযোগিতা করার জন্য আরোও ৭ জন করে সহযোগী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে আমি মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভীও সহযোগী হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম।

বাহাস ও রায়

উভয় পক্ষের বাহাস সংঘটিত হতে সমন্বয় সাধন করেছেন নেত্রকোণার জেলা প্রশাসক জনাব আলী আকবর আকন্দ এবং তার ব্যবস্থাপনায় তাঁর মত ৩ জন সরকারী কর্মকর্তা যথাক্রমে –

*** মোঃ লুৎফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নেত্রকোণা।**

*** মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচারক, ইসলামী ফাউন্ডেশন নেত্রকোণা।**

*** আবু তাহের মুহাম্মাদ জাবের, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেত্রকোণা সদর। প্রমূখ গণ বাহাছের রায় ঘোষণা করেন।**

লক্ষণীয় বিষয়, জেলা প্রশাসক জনাব আলী আকবর আকন্দ। তাঁর স্বাক্ষরিত বাহাসের রায় পত্রে যা বলেছেন তা হুবহু তুলে ধরা হল– "ঢাকা থেকে দু'জন আলেম আসার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে তারা অনুপস্থিত থাকায় উপরোক্ত বিচারকগণ তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নোক্ত রায় প্রদান করেন।"

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বাহাসে উদ্ধৃত ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক ৬টি বিষয়ের কোনটি ভূল এবং কোনটি নির্ভূল তা বুঝে সঠিক রায় প্রদানের জন্য কোরআন হাদীস ও ফিক্হের উপর অগাধ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শুধু কুরআনের ক'টি আয়াত ও নির্দিষ্ট ক'টি হাদীস ও ফিকহের বাংলা অনুবাদ জেনেই ধর্মীয় বিষয়ে নির্ভূল তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। বরং সেজন্যে

*** আরবী ভাষার উপর ভাল ধারণা থাকতে হবে।**

*** কোরআন-হাদীছ ও ফিকহের উসুল জানতে হবে।**

*** ফাসাহাত, বালাগাত, তারকীব, তাহকীক, তা'ভীল, তাহরীফ, নাসিখ মানসুখ, তাফসীর, মুতাওয়াতীর, মশহুর, দায়ীফ, মাতরুক ও ফিক্হী তাবাক্বাত প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।**

এ সমস্ত জ্ঞানে আলেমগণ সাধারণতঃ সর্বনিম্ন ১৬ থেকে ২০ বৎসরের কঠোর অধ্যয়নের ফলে ধর্মীয় বিষয়ে বিশ্লেষণ পূর্বক নির্ভূল তথ্য প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকেন।

জিজ্ঞাসা

* আকন্দ সাহেব বলেছেন ঢাকা থেকে দু'জন আলেম আসার কথা ছিল কিন্তু তারা কি এসেছেন?
* যদি না এসে থাকেন, তাহলে বাহাসের রায় কে দিয়েছেন?
* যারা বাহাসের রায় দিয়েছেন তারা কি উপরোক্ত তথ্য জ্ঞানে বিজ্ঞ আলেম?
* উপরোক্ত জ্ঞানে অনবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ধর্মীয় রায় গ্রহণযোগ্য হবে কি?
* এমতাবস্থায় ডিসি সাহেবের স্বীয় আক্বীদা রক্ষায় বাহাসে নিল অপকৌশল দ্বারা উপরোক্ত জ্ঞানে বিজ্ঞ আলেমগণ ব্যতীতই সরকারী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বাহাসের রায় কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?
* এভাবে অনধিকার চর্চা করে অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানীর মুখোশ পরে আন্দাজ মাফিক ধর্মীয় রায় ঘোষণা করে সরল মু'মীন মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে কুঠারাঘাত করা নয় কি?
* আপনি (জেলা প্রশাসক সাহেব) আপনার তৎকালীন ক্ষমতা বলে সত্যকে মিথ্যার কালিমা দিয়ে রায় প্রদান করাটা ক্ষমতার অপব্যবহার নয় কি? কারণ স্থল পথের গাড়ী চালক আকাশ পথের বাহন চালকের মত নয়। আকাশ পথে বাহন চালনার যথেষ্ট জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে এক্সিডেন্ট অপরিহার্য। যে এক্সিডেন্ট জনাব আলী আকবর আকন্দ'র ব্যবস্থাপনায় সরকারী ০৩ কর্মকর্তার মাধ্যমে ১৯শে জুন ১৯৯৭ইং নেত্রকোণার মহুয়া মিলনায়তনে সংঘটিত হয়েছে। তাই বলে কি অদক্ষ চালকের এক্সিডেন্টের কবলে বন্দি থাকবে ঈমান, ইসলাম ও নিরীহ সুন্নী মুসলমানের ধর্ম-কর্ম?

  এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সুন্নী মুসলমানের ধর্মীয় অবস্থা দাঁড়াবে কোথায়? সুতরাং কোরআন হাদীস মোতাবেক সত্যের মানদন্ডে আলী আকবর আকন্দ সাহেবের দেয়া রায় অসার।

নিরপেক্ষ বিবেচকমন্ডলীর সমীপে

আমরা যে যেই স্তরে আছি সকলেই সিদ্ধ আইনের অধীন। সুক্ষ্ম আইনের ছায়ায় আলী আকবর আকন্দ-এর অনিয়ম তান্ত্রিক বাহাসের রায়কে উড্ডো বা বাতিল রায় হিসেবে ঘোষণা কামনা করছি অথবা পুনরায় সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় বাহাস কামনা করছি। সে সাথে বিজ্ঞ আলেমগণের

অনুপস্থিতিতে বিচার বিশ্লেষণ বর্জিত রায় প্রকাশ করে সুন্নীমনা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে ধর্মীয় ভাব ধারায় অনধিকার পরিবর্তন করার জন্য সুবিচার কামনা করছি।

নিবেদক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ।

জ্ঞানী বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ

জেলা প্রশাসক সাহেব যেভাবে বিজ্ঞ দু'জন আলেম উপস্থিত ব্যতীতই আপন ক্ষমতা বলে বাহাসের রায় ঘোষণা করছেন তা কি বিশ্বের নিরপেক্ষ সংবিধান সমর্থন করবে?

বাহাস নীতি

বাহাস হল আলোচনা বা পরস্পরের মধ্যে ধর্মীয় শাস্ত্রে তর্কযুদ্ধ। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাহাসের ফলাফল হয় বিশাল এক শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় জীবন বিধান। তাই এ বাহাস অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রীত ব্যবস্থাপনায় ও সুন্দর নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। তাই নিম্নে বাহাসের একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করা হল।

বাহাস সাধারণতঃ দু'দলে হয়ে থাকে। যথাঃ-

১) বাহাসের প্রস্তাবকারী ২) বাহাসের প্রস্তাব গ্রহণকারী।

উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় কোন বিষয়ে বাহাস অনুষ্ঠিত হলে; বাহাসের শুরু অর্থাৎ পার্মিশন থেকে শুরু করে সমাপ্ত পর্যন্ত যাবতীয় খরচ বাহাসের প্রস্তাবক হিসেবে বাহাস প্রস্তাবকারীগণ বহন করবে।

* বাহাস হবে উভয় পক্ষের অনুকূল শহরের প্রাণ কেন্দ্রে।

* এক সাথে সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে বাহাস হতে পারবে।

* বাহাসে উভয় পক্ষের জন্য সরকারীভাবে নিরপেক্ষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

*উভয় পক্ষের মুনাযিরগণ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

* প্রত্যেক পক্ষের মুনাযিরগণ তিন থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ জন পর্যন্ত থাকতে পারবেন এবং তিন জনের ক্ষেত্রে পরপর দু'জন কথা বলতে

পারবেন আর অপর জন থাকবেন সহকারী হিসেবে। আর পাঁচ জনের ক্ষেত্রে দু'জন পরপর কথা বলতে পারবেন, অপর তিনজন থাকবেন সহকারী হিসেবে।

* বাহাসে দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক গ্রহণ যোগ্য হবে না।

* বাহাসের প্রস্তাব লিখিতভাবে গ্রহণ করার পর হতে ৪৫ দিনের মধ্যে শেষ পাঁচ দিনের যে কোন একদিন আলোচনা স্বাপেক্ষে বাহাস অনুষ্ঠিত হবে।

* বাহাসের বিচারক হিসেবে উভয় পক্ষ থেকে ২ জন অথবা সর্বোচ্চ ৩ জন বিজ্ঞ আলেম নিযুক্ত হতে পারবেন।

* উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সকল বিচারক মন্ডলী লিখিতভাবে স্বাক্ষরসহ রায় প্রদান করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কারণে বিচারকগণ লিখিতভাবে রায় প্রদানে দ্বীমত পোষণ করলে, উপস্থিত ক্যাসেটে ধারণকৃত উভয় পক্ষের বক্তব্য পূর্বাপর হুবহু লিখে বিচারকগণের স্বাক্ষরসহ বাহাসের দিন থেকে শুরু করে ০৩ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের মুনাযিরগণের হাতে প্রদান করবেন। উক্ত তিন দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের বিচারকগণ ধারণকৃত ক্যাসেটের বক্তব্য লিখিতভাবে স্বাক্ষর দিয়ে মুনাযিরগণের নিকট প্রদান করতে ব্যার্থ হলে যে পক্ষের বিচারকগণ স্বাক্ষর করবেন না সে পক্ষ পরাজিত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দাবী অবাঞ্চিত হিসেবে ঘোষিত হবে। অনুরূপভাবে বাহাসের দিন, তারিখ উভয় পক্ষের লিখিত ভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর যে পক্ষটি বাহাসের দিনে বাহাসে অংশ গ্রহণ করবে না, সে পক্ষটি পরাজিত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দাবী অবাঞ্চিত হিসেবে ঘোষিত হবে।

বাহাসের স্থান

- -

- -

- -

- -

বাহাসের বিষয়

১)

২)

৩)

* বাহাসের তারিখ বার সময়

* প্রত্যেক বিষয়ে সভাপতি ও উপস্থাপক ব্যতীত উভয় পক্ষের আলোচনার সময়সীমা ৬০ মিনিট করে ৬০ x ৩ = ১৮০ মিনিট বা ৩ ঘন্টা নির্ধারিত হবে।

* উক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে নিরপেক্ষ সভাপতি ও উপস্থাপক সরকারী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন অথবা জনবহুল সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ সভাপতি ও উপস্থাপক হবেন।

*** বাহাস প্রস্তাবকারীগণের স্বাক্ষর ও তাং *বাহাস গ্রহণকারীগণের স্বাক্ষর ও তাং**

১) ১)

২) ২)

৩) ৩)

৪) ৪)

৫) ৫)

গ্রন্থপঞ্জি

(১) আল্ কোরআনুল ক্বারীম
(২) বুখারী শরীফ
(৩) মুসলিম শরীফ
(৪) তিরমীজি শরীফ
(৫) আবু দাউদ শরীফ
(৬) মেশকাত শরীফ
(৭) মেরকাত শরীফ
(৮) মেরাতুল মানাজীহ
(৯) মু'আলিমুত তানজীল
(১০) আশআতুল লুমাত
(১১) ইবনে মাজাহ
(১২) আনয়ারুল হাদীছ
(১১) উছুলে হাদীছ
(১২) তাফসীরে রুহুল বয়ান
(১৩) তাফসীরে রুহুল মা'আনী
(১৪) তাফসীরে মাজহারী
(১৫) তাফসীরে আহমাদী
(১৬) তাফসীরে নাঈমী
(১৭) তাফসীরুল কামালাইন
(১৮) ফতোয়ায়ে শামী
(১৯) ফতোয়ায়ে আলমগীরি
(২০) ফতোয়ায়ে ক্বাজিখান
(২১) বাহরুর রায়েক
(২২) শরহে ফিকহে আকবর
(২৩) ত্বাহত্বাভী আ'লাদ দুররিল মুখতার
(২৪) ফতোয়ায়ে খোলাছা
(২৫) ফতোয়ায়ে আহ্মাদিয়া
(২৬) ফতোয়ায়ে রেজভীয়া
(২৭) ফতোয়ায়ে নাঈমীয়া
(২৮) বাহারে শরীয়ত
(২৯) ফতোয়ায়ে সিরাজী
(৩০) ফতোয়ায়ে রহিমীয়া
(৩১) ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া
(৩২) নেওয়াজে পাকিস্থান
(৩৩) বাহরুল মুহীত
(৩৪) দুস্তুরুল কুজাত
(৩৫) তাহতাভী
(৩৬) মাজমাউন্নাওয়াফেল
(৩৭) খসরোয়ানী
(৩৮) মুনতাকা
(৩৯) শরহে আক্বায়েদে নসফী
(৪০) মালাবুদ্দা মিনহু
(৪১) নেসাবুল এহতেসাব
(৪২) মাওয়াক্বিফ
(৪৩) শরহুল আক্বায়েদ
(৪৪) মাদারেজুন্ নবুয়ত
(৪৫) মাক্বতুবাতে ইমাম রব্বানী
(৪৬) শেফা শরীফ
(৪৭) জা'আল হক
(৪৮) মছনবী শরীফ
(৪৯) তরজমানুস্ সুন্নাহ
(৫০) কোরআন -ফিকহ্ ও দাওয়াত
(৫১) আচ্ছাওয়ারিমুল হিন্দিয়া
(৫২) হোচ্ছামুল হারামাইন
(৫৩) আনোয়ারে আফতাবে ছাদকাত।
(৫৪) ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও তাদের বিধান

(৫৫) জামাআতে ইসলামী নামধারী মওদুদী জামাআতের স্বরূপ
(৫৬) মিঃ মওদুদীর নতুন ইসলাম
(৫৭) মওদুদী ও ইসলাম
(৫৮) তাবলীগের পথে
(৫৯) তাবলীগ সমাচার
(৬০) তাবলীগ জামাতকে একশত জিজ্ঞাসা
(৬১) দেওবন্দী মাজহাব
(৬২) বিংশ শতাব্দীর জাহেলীয়াত মওদুদীর ফেৎনা
(৬৩) ইসলামের নামে একটি নতুন ধর্ম
(৬৪) এক নজরে মওদুদী জামাআত শিবিরের ভ্রান্ত মতবাদ
(৬৫) এক নজরে ওয়াহাবী আক্বায়েদ
(৬৬) নজদী পরিচয়
(৬৭) ওয়াহাবী পরিচয়
(৬৮) সতর্কবাণী
(৬৯) ইসলাম ও বেদআত
(৭০) মাজহাব মানব কেন?
(৭১) আল্ আছরে
(৭২) বারাহানে কাতেয়া
(৭৩) ত্বাকবিয়াতুল ঈমান
(৭৪) ফতোয়ায়ে রশিদিয়া
(৭৫) হেফজুল ঈমান
(৭৬) তাহজিরুন্নাছ
(৭৭) সিরাতুন্নবী সংকলন
(৭৮) ছিরাতুল মোস্তাকীম
(৭৯) মালফুজাতে ইলিয়াছ
(৮০) তাবলীগ দর্পণ
(৮১) রেছালায়ে একরোজি
(৮২) তাফহীমাত
(৮৩) তর্জমানুল কোরআন
(৮৪) তানকীহাত
(৮৫) দ্বীনি রুজহানাত
(৮৬) দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী
(৮৭) তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন
(৮৮) রুয়েদাতে এজতেমা
(৮৯) আকাবেরে উম্মত কি নজরমে
(৯০) রাসায়েল মাছায়েল
(৯১) নেওয়াজে পাকিস্থান
(৯২) দেওবন্দী মাজহাব
(৯৩) ফেৎনাতুল ওহাবিয়াহা

লেখকের রচিত গ্রন্থমালা

১) ফতোয়াই রাবিইয়া (১ম খন্ড) জন্ম নিয়ন্ত্রন ও ধনি-গরীব কেন হয়।
২) ফতোয়াই রাবিইয়া (২য় ও ৩য় খন্ড) হিদায়াত ও কুফরিয়াত
৩) ফতোয়াই রাবিইয়া (৪র্থ ও ৫ম খন্ড) বা ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের বিধান এবং মাইকযোগে ইবাদত।
৪) ফায়জানে মোস্তফা।
৪) মিলাদে আজম আ'লান্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৫) আল ইসমু মা'য়াল ইসমে।
৭) পারের তরী
৮) খুতবাতুন্ নাজির বা অছিয়ত নামা।

❖রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

১) তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া। (১ম খন্ড)
২) কালিমায়ে তাওহিদের তাফছীর ও রহস্য। (২য় খন্ড)
৩) তাফছীরে তাউজ ও তাছমিয়া।
৪) তাফছীরে সুরায়ে নাস হইতে সুরায়ে ফীল পর্যন্ত।
৫) তাফছীরে সুরায়ে ফাতিহা শরীফ।
৬) তাফছীরে সুরায়ে কাউসার।
৭) মো'জেজায়ে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৮) আদিল্লাতুচ্ছামা।
৯) আদিল্লাতুল ওরশ।
১০) খুতবাতুর রেজভীয়া।
১১) ইসলামী আকায়েদ ও দেওবন্দী আকায়েদ।
১২) নেত্রকোণা বাহাছের রায়ের দ্বিতীয় প্রতিবাদ।
১৩) হযরত আদম আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৃষ্টি তত্ত্ব।
১৪) ফতুয়ায়ে রাবেইয়া (৪র্থ ও ৫ম খন্ড) বা ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের বিধান এবং মাইকযোগে ইবাদত।

❖ আল মানজার কম্পিউটারস্ -এর তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কিতাবের অনুবাদ চলছে

১) মাক্বামে নবুওয়াত
২) আনয়ারুল হাদীছ
৩) সাময়ে সাবইস্তানে রেজা